Contents

দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ

ড. আব্দুল্লাহ আল্-মা'রূফ

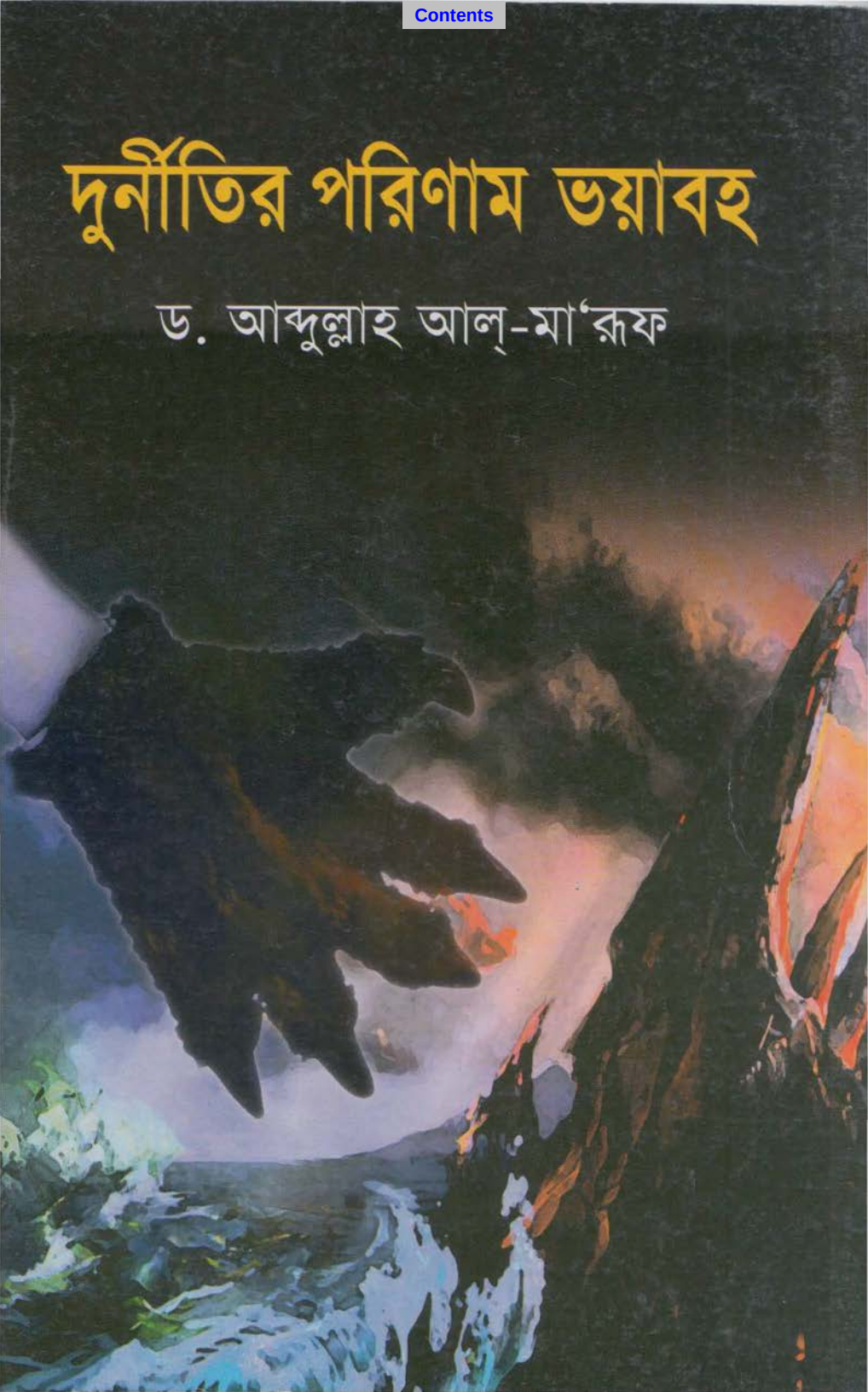

দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ

ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.waytojannah.com

দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ
ড. আব্দুল্লাহ আল্-মা'রুফ
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
ইফা প্রকাশনা : ২৬৩৫
ইফা গ্রন্থাগার : ৩৫১.৯০২৯৭১৪

ISBN : 978-984-06-1406-6

প্রথম প্রকাশ :
জুন ২০১৩
আষাঢ় ১৪২০
শাবান ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর
ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ
ঝিঙেফুল

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৬০.০০

Durnitir Porinam Voaboho (Consiquences of Corruption is Severel) Written by Dr. Abdullah Al-Ma'ruf and Published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islmic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Website : www.islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundation@yahoo.com

Price Tk. 60.00, U.$ Dollar 2.00

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

ইসলাম শান্তি ও সুবিচারের ধর্ম। এখানে নীতি-নৈতিকতার শৃঙ্খলে সমাজের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। কেউ কারো সাথে প্রতারণা, ধোঁকাবাজি বা ঠকবাজি করে নিজে ধনবান হওয়ার অপপ্রয়াস কোনদিন স্থায়ী কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে না। দুর্নীতির মাধ্যমে গড়া সম্পদ একদিন তার সীমাহীন অশান্তি ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই দুনিয়ায় আইনের আওতায় তাকে শাস্তি পেতে হয় এবং আখেরাতে আরও বড় শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করে।

সম্পদ ও প্রতিপত্তি লাভের পেছনে কাজ করে লোভ, অহংকার ইত্যাদি রিপু। আর তা চরিতার্থ করার জন্য ওই সকল ব্যক্তি জালিয়াতি, ভেজাল মিশ্রণ, নকলবাজি, ঘুষসহ নানা ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থের লোভে যৌতুকের বলি হচ্ছে কত অবলা নারী। এসব পাপাচারের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে দুর্নীতিবাজরা উদাসীন অথবা অনবধান। জনগণ যদি সচেতন হয় তাহলে দুর্নীতিকে তারা প্রশ্রয় দেবে না। এই জনসচেতনতাই হবে সমাজের রক্ষাকবচ।

আমাদের দেশের প্রায় ৯০% ভাগ লোক ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তারা পরকালে বিশ্বাসী। এ কারণে দুর্নীতির দশটি দিক নিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই পুস্তকটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি প্রণয়ন করেছেন দেশের বিশিষ্ট আলেম ও গবেষক ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রুফ। এ ধরনের একটি যুগ-জিজ্ঞাসামূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আশা করি, আমাদের পাঠক মহলে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে এবং দেশ গড়ার কাজে এ বইটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। মহান আল্লাহ আমাদের এই প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

সূচিপত্র

	বিষয়	পাতা
এক.	দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ	৫
দুই.	হালাল রুজি	১০
তিন.	লোভ নিয়ন্ত্রণ	১৭
চার.	ঘুষ	২২
পাঁচ.	ভোগ্যপণ্যে ভেজাল	২৮
ছয়.	ব্যবসায়িত সততা	৩৩
সাত.	যৌতুক একটি সামাজিক দুর্নীতি	৩৮
আট.	স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার	৪৮
নয়.	প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	৫৩
দশ.	তাকওয়া	৫৯

www.waytojannah.com

এক. দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ

দুর্নীতি একটি সামাজিক অভিশাপ। কোন জাতির ধ্বংসের পূর্বে তাদের মধ্যে দুর্নীতি মহামারীর মত বিস্তার করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে শাস্তি দেওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আল-কুরআনে বলেন,

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فَأَكْثَرُوْا فِيهَا الْفَسَادَ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

"যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং তাতে বড়বেশি দুর্নীতি করেছে, তখন তাদের ওপর তোমার প্রভু শাস্তির কষাঘাত হানলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পর্যবেক্ষণ করছেন" (আল-কুরআন, ৮৯:১১-১৪)।

এই আায়াতে, দেশে দেশে যারা আইন ও অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং এই দুর্নীতি বিস্তারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে অর্থাৎ তাদের কারণে দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওই দেশ ও জাতির ওপর রুষ্ট হয়ে তাদেরকে নানাভাবে শাস্তি দেন– আল্লাহ্র এই নীতির কথা বলা হয়েছে। সাধারণত পাপের পরিণাম সমাজের লোকদেরকে ভোগ করতে হয়, কিন্তু যখন কোন এক ধরনের পাপ প্রকাশ্যে সর্বত্র চর্চা হতে থাকে তখন আল্লাহ্ তা'আলা চাবুক মারার মত ভয়াবহ শাস্তি দিয়ে থাকেন। এ জন্যই আয়াতে বলা হয়েছে سَوْطَ عَذَابٍ বা শাস্তির চাবুক।

আজ সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির দাপট দেখতে পাই। কোন কাজে নিয়ম-নীতি বা আইনের বিধি-বিধান না মেনে নিজের স্বার্থে বেপরোয়া কাজ করে যাওয়াকে এক কথায় দুর্নীতি বলা যায়। আইনকে ফাঁকি দিয়ে কখনও কখনও পেশীশক্তি বা প্রভাব খাটিয়ে নিজের মতলব হাসিল করা হচ্ছে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো হচ্ছে, খাদ্যে, অষুধে, নির্মাণ

সামগ্রীতে অথবা প্রসাধনী ইত্যাদি প্রায় সকল ভোগ্যপণ্যে ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অথবা সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে কোন সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেন এখন অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষায় নকল, ভোটে কারচুপি, দলিল-দস্তাবেজে জালিয়াতি, শিক্ষাকে বাণিজ্য বানানো, অবৈধ দখলদারী, অযোগ্য লোককে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান, অসামাজিক কাজে উৎসাহিত করা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, আর্থিক অনিয়ম ইত্যাদি সকল প্রকার দুর্নীতি হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে বহুবার অন্যের অধিকার নষ্ট করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সহজ সঠিক পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা প্রতি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের সময় বলি, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করুন।" মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْراً

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পণ করতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতই উৎকৃষ্ট! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (আল-কুরআন, ৪:৫৮)।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না" (আল-কুরআন, ২:৪২)। ভেজাল, জালিয়াতি ও সার্বিক সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ্র এ নিষেধাজ্ঞাকে আমাদের মেনে চলতেই হবে। কারণ, বহু আয়াতে অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقاً مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে এক অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের কাছে পেশ করো না" (আল-কুরআন, ২:১৮৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

وَلَا تَعْتَدُوْا ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

"তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না" (আল-কুরআন, ২:১৯০)।

এই সীমা আইনের সীমা, ধর্মের সীমা বা অধিকারের সীমা হতে পারে। হতে পারে তা ক্ষেতের আইল অথবা রাস্তার দুপাশের সীমানা, নদীর তীর অথবা বাড়ী-ঘর নির্মানের আইনানুগ সীমানা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণেরও সীমা আছে।

এ জন্যই প্রত্যাশার সীমা ছাড়িয়ে লোভাতুর হয়ে হালাল রুজি ছেড়ে হারাম সম্পদ অর্জনও সীমালঙ্ঘন বটে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও নি'আমতের জন্য শোকর কর। যদি তোমরা কেবল তাঁরই 'ইবাদত করে থাক" (আল-কুরআন, ১৬:১১৪)। দেখুন, এখানে মহান আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদতের সাথে হালাল রুজির সম্পর্ক কীভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ যা কিছু নি'আমত হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থেকে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে যে তা এক আল্লাহ্র ইবাদতেরই পরিপন্থী তা এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ সতর্ক করে দিয়েছেন। পেশীশক্তি প্রদর্শন বা ঔদ্ধত্য-অহঙ্কারবশত মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে যারা বীরদর্প করে তাদের উদ্দেশে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

"অহঙ্কারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না" (আল-কুরআন, ৩১:১৮)।

তিনি আরও বলেন,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

"ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না: তুমি তো কখনই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না" (আল-কুরআন, ১৭:৩৭)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি জালিয়াতি বা সঠিক তথ্য গোপন করল সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়।"

তিনি আরও বলেছেন,

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

"যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ্ তার ওপর দয়া করেন না" (হাদীসটি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইমাম আল্-বুখারী, আল্-আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ:৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন,

الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ

"মু'মিন ব্যক্তি প্রসন্ন ও ভদ্র স্বভাবের হয়ে থাকে আর পাপীষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক ও নীচ প্রকৃতির হয়ে থাকে" (আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, ইমাম আল-বুখারী, আল্-আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ: ১৯৭)।

দুর্নীতিও এক ধরনের ধোকাবাজি যা মানুষের অধিকার নষ্ট করে প্রকৃত হকদারকে প্রতারিত করা। তাই দুর্নীতি করা নীচ প্রকৃতির ও ঘৃণীত লোকদেরই কাজ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّارِ

"ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী (উভয়ই জাহান্নামে যাবে)।" ?

আনাস (রা) বর্ণনা করেন,

نُهِيْنَا أَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

"আমাদেরকে মফস্বলের উৎপাদিত পণ্য একচ্ছত্রভাবে খরিদ করে নিয়ে শহুরেদের কাছে বিক্রয় (সিন্ডিকেট) ব্যবস্থা নিষেধ করা হয়েছে।" (মুসলিম, কিতাবুল বুয়ূ', খ.২, পৃ.৪)।

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে,

لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ فِيْ بَعْضٍ

"কোন শহরবাসী (এককভাবে বা সিন্ডিকেট করে) গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি করবে না। মানুষকে ফ্রি ছেড়ে দাও, যাতে তারা একে অপরের মধ্যে স্বাধীন লেনদেন করে রিযিক হাসিল করতে পারে।" (প্রাগুক্ত)

এ ছাড়া সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) নাজাশ (نجش) বা দালালী করে পণ্যের দাম উঠানোকে প্রতারণামূলক কাজ বলে নিষিদ্ধ করেছেন। অনুরূপভাবে সিমসার (سمسار) বা দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কৃষককে ঠকানোও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন (ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, খ.১০, পৃ.১৬৪ ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস।

বস্তুত দুর্নীতি একটি বিরাট পাপ। এ থেকে ফিরে আসার একমাত্র পথ হচ্ছে আখিরাতের চিন্তা করে মহান আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী ও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা মনে ধারণ করে দেশের ভাল মানুষ তথা মহান আল্লাহ্‌র ভাল বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা সকলেরই দায়িত্ব।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তার বিনিময় তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না" (আল-কুরআন, ২:১১২)।

দুই. হালাল রুজি

এখানে আমরা এমন একটি বিষয় আলোচনা করব যা দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

হালাল রুজি অর্জন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ "হালাল রোজগার হচ্ছে ফরযের পরে আরেক ফরয" (তাবারানী ও বায়হাকী; দেখুন, আত-তাবারী, খ.৩, পৃ.১৬)।[১] পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ

"সালাত আদায় শেষে যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অন্বেষণ কর" (আল-কুরআন, ৬২:১০)।

এখানে ফাদলুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র অনুগ্রহ বলতে রোজগার বা রিযিক বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আমাদের রব, আমাদের প্রতিপালক। তিনি বলেছেন,

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

"পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্রই" (আল-কুরআন, ১১:৬)। কিন্তু এই রিযিক আল্লাহ্ তা'আলা হালাল উপায়ে অর্জন করে নিতে বলেছেন,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"মানুষের জন্য তা-ই যা সে চেষ্টা করে" (আল-কুরআন, ৫৩:৩৯)। এ জন্যই রিযিক সবাই সমানভাবে পায় না। তিনিই তা নির্ধারণ করে বলেন,

اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ

"আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন আবার যাকে ইচ্ছা সীমিতভাবে নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন" (আল-কুরআন, ১৩:২৬)।

---

[১]. হাফেয আব্দুল আযীম আল্-মুনযেরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ.৩, পৃ.১৬।

তিনি অনেক লোককে বেহিসাব রিযিকও দিয়ে থাকেন। কিন্তু বেশী ধন-সম্পদই মানুষের সুখ ও শান্তির মাপকাঠি নয়। সে জন্যই হালাল রুজির ওপর সন্তুষ্ট থেকে হালাল পথে উপার্জন বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজন। হারাম পথে ধনী হতে গেলে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও আখিরাতে দোযখের আগুন অপেক্ষা করতে থাকে। আগে বা পরে হারামের অর্জন দুঃখের কারণ হয়েই থাকে। মহান আল্লাহ্ এই জন্য আল-কুরআনে বহুবার হালাল রুজির গুরুত্ব এবং হারাম উপার্জনের পরিণতির ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমদের প্রকাশ্য শত্রু" (আল-কুরআন, ২:১৬৮)।

এই আয়াতে গোটা মানবজাতিকে সমগ্র পৃথিবীর অগণতি হালাল খাদ্য বস্তু থেকে পছন্দ ও প্রয়োজন মত গ্রহণ করার জন্য এক উদাত্ত আহবান জানান। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য কোন হারামের প্রয়োজন নেই তাও এখানে পরোক্ষভাবে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু শয়তান মানুষের মনে ওয়াসওয়াসাহ বা কুমন্ত্রণা দিয়ে যায় যে আরও সুখী হতে হলে আরও সম্পদ প্রয়োজন, তাই যে কোনভাবেই তা অর্জন কর। শয়তান হারাম জিনিসকে মানুষের মনে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তাকে প্রলুব্ধ করে চলেছে। এ কারণে হালাল খাবারের প্রসঙ্গে একই আয়াতে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের পদাঙ্ক অনসরণ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

অনেক সময় জিন জাতীয় শয়তানের সাথে মানুষ জাতীয় শয়তান মিলিত হয়ে মানুষকে হারাম পথে নিয়ে যাবার জন্য মনের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করে। এই খান্নাস থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সূরা নাস-এ মহান আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي

يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

"বলুন (হে রাসূল!) আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বূদ এর নিকট আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিন্নের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে" (আল-কুরআন, ১১৪:১-৬)।

এই কুমন্ত্রণার স্বরূপ অন্য আয়াতে এসেছে,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ" (আল-কুরআন, ২:২৬৮)।

এখানে শয়তান ভয় দেখায় যে, তুমি দুর্নীতি করে উপার্জন না করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং অনেক অর্থ-বিত্ত থাকলে অনেক স্ফূর্তি করতে পারবে। ঠিক এর বিপরীতে মহান আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি বান্দাহকে ক্ষমা করে দেবেন যাতে সে পবিত্র হয়ে যায় এবং অনুগ্রহ তথা হালাল রুজি দেবেন যাতে সে দরিদ্র হয়ে না যায়। আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্ নিজেকে "প্রাচুর্যময়" বলে বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ্র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি হালাল উপার্জনের মাধ্যমে প্রচুর অর্থবিত্তের অধিকারী করে কাউকে বাদশাও বানাতে পারেন। এরপর তিনি নিজেকে "আলীম" বা সর্বজ্ঞ বলে জানিয়ে দিয়েছেন, কে কীভাবে বিত্তবান হয় আল্লাহ্ সবই জানেন। তিনি জানেন, হালাল রুজিতে যে কী বরকত!

কাজেই সৎ উপার্জনে আল্লাহ্র অনুগ্রহ থাকে। আর অসৎপথে উপার্জন দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনা, অপমান ও দুঃখ বয়ে নিয়ে আসে। মহান আল্লাহ্র ওয়াদা ফেলে কোন মু'মিন শয়তানের ভয়ে মিথ্যে ওয়াদার পথে পা বাড়াতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত লোকদেরকে এই দু'আ করার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

"হে আল্লাহ্! আপনার হালাল দিয়ে আপনার হারাম থেকে বেঁচে থাকার যথেষ্ট উপকরণ দিন এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি ভিন্ন কারও কাছে ধর্ণা দেওয়া থেকে আমাকে স্বচ্ছল করে দিন" (সহীহ হাদীস)

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ্ তার বের হবার পথ করে দেন এবং তাকে রিযিক দিয়ে থাকেন এমন উৎস থেকে যা সে ভাবতেও পারেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্ধারিত মাত্রা" (আল-কুরআন, ৬৫:২-৩)।

মহান আল্লাহ্র অঙ্গীকার হচ্ছে তিনি আল্লাহ্কে ভয় করে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা লোকদের তিনি অভাবী রাখবেন না। কিন্তু আমাদের ঈমানের দূর্বলতার কারণেই আমরা হতাশায় ভোগী। তাছাড়া আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল মানে চেষ্টাহীন বসে থাকা নয়। সাধ্যমত চেষ্টা করে ফল লাভের জন্য তার ওপর নির্ভরতা হচ্ছে তাওয়াক্কুল। সে জন্যই পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

"আপনি বলুন, তোমরা কাজ করে যাও, অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও দেখবেন" (আল-কুরআন, ৯:১০৫)।

এখানে 'দেখবেন' অর্থ-দেখে এর বিনিময় দেবেন। একজন শ্রমিকের নিবেদিত প্রাণ কর্মোদ্যম দেখে তার আশে-পাশের মু'মিনগণ তাকে সমর্থন করেন, কর্তাব্যক্তিগণ আরও ভাল কাজে নিয়োগ দেন এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহ্ তার হালাল রুজি লাভের প্রচেষ্টা দেখে তার প্রতি রহমত করে থাকেন। এক হাদীসে আছে প্রতি জুমাবার ও সোমবার রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট উম্মতের কর্মকাণ্ড উপস্থাপিত হয়। (হাফেয আল্ হায়ছামী তার মাজমাউয যাওয়ায়েদ, মুহাদ্দিস কুস্তলানী তার শরহে বুখারীতে বলেন, এ হাদীসের সনদের বর্ণনাকারীগণ সব সহীহ্ পর্যায়ের লোক। 'রাসূলুল্লাহর মর্যাদা' ইফা, পৃ.১৪৬)।

উক্ত আয়াতে হালাল পথে উপার্জন করার তাকিদ এসেছে এবং এরপর বিষয়টি আল্লাহ্র ওপর ন্যস্ত আছে বলে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সৎকর্মশীলদের কর্ম আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ কালে কালে দেশে দেশে দেখে রাখবেন, এর চেয়ে মর্যাদার কী হতে পারে!

www.waytojannah.com

পক্ষান্তরে হারাম উপার্জন এমনকি ভাল কাজেও আল্লাহ্ গ্রহণ তো করেনই না বরং তিনি তার প্রতি ক্ষিপ্ত হন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"হে লোকসকল! আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যা করতে তিনি তার রাসূলগণকেও নির্দেশ দিয়েছেন: "হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু থেকে আহার করবে এবং নেক আমল করবে, তোমরা যা করছ, আমি তা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি।" তিনি আরও বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তার থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ ব্যক্তির উল্লেখ করলেন যার দীর্ঘ সফরের কারণে উসকো খুশকো ধুলি-ধুসরিত চেহারা অথচ তার খাবার হচ্ছে হারাম, পোশাক–পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করছে, এ অবস্থায় আসমানের দিকে হাত প্রসারিত করে বলছে, ইয়া রব, ইয়া রব! তাহলে তাঁর দু'আ কিভাবে কবুল হবে? (ইমাম আহ্মাদ, মুসনাদ, সহীহ মুসলিম, আস্-সায়্যিদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৯৭)।

আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য দেহ পরিশুদ্ধ থাকতে হয়। হালাল রুজি বা সৎ উপার্জনকারী আল্লাহ্র বন্ধু বলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে অসৎ উপার্জন করে অতি তাড়াতাড়ি সুখের সন্ধান করা আসলে বৃথা। অনেকেই অর্থ উপার্জনে সুবিধাজনক বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করেই তার পেশায় এমনভাবে মগ্ন হয় যেন সে পারে তো দুদিনেই বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে যায়। লোকের সেবা করা এবং এজন্য ত্যাগী মনোভাব নিয়ে কাজ করার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সা) এক হাদীসে এই তাড়াহুড়া করে অসৎভাবে উপার্জন করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَن نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِي اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

"ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন প্রাণী তার রিযিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কখনও মরবে না। সাবধান! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আবেদনে সৌন্দর্য বজায় রেখো। 'তোমার রিযিক ধীরগতিতে আসার কারণে তা আল্লাহ্র নাফরমানির মাধ্যমে পেতে চেয়ো না। কারণ তাঁর নিকট যা আছে তা লাভ করতে হলে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করতে হবে" (ইব্ন মাযাহ্)।

তবে কেউ যদি অন্যের সম্পদ গ্রাস করে তবে তার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيْرًا ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"যারা ইহুদী ছিল, তাদের জুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর এমন সব পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি, যা ছিল তাদের জন্য হালাল। এছাড়াও আল্লাহ্র পথে অনেক বাধা দেওয়ার জন্য তা করেছিলাম। এবং তারা সূদ গ্রহণের কারণে- যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি" (আল-কুরআন, ৪:১৬০-১৬১)।

অবৈধ দখল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

"কোন ব্যক্তি যদি জোর জুলুম করে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও গ্রাস করে আল্লাহ্ তা সাত তবক যমীন পর্যন্ত করতে বাধ্য করবেন এরপর তা গলায় বেষ্টন করে রোজ কেয়ামতে উঠে অপেক্ষা করতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ মানুষের বিচার শেষ করেন।" (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ ও তাবরানী; ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন)। (হাফেয আব্দুল আযীম আল্-মুনযেরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, (কায়রো: দারুল হাদীস), খ.৩, পৃ.৭০)।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ

"আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ ভূমিও জুলুম করে নেয়, সাত তবক জমিন তার গলায় বেঁধে দেওয়া হবে" (বুখারী ও মুসলিম, প্রাগুক্ত)।

যারা অন্যের জমির আইল ঠেলে, অন্যের জমি অবৈধ দখল করে অথবা রাস্তার ওপর বাসা, দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করে অবৈধ উপার্জনের ধান্ধা করে তাদের জন্য এ হাদীসসমূহ কি যথেষ্ট নয়?

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন :

مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ شِبْرًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ ((رواه الطبرانى

"যে ব্যক্তি মুসলিমদের পথ থেকে এক বিঘত জায়গাও দখল করল সে কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন বহন করে উপস্থিত হবে" (বর্ণনা করেছেন তাবরানী, আল-কাবীর-এ, প্রাগুক্ত)।

এমনিভাবে অসৎ উপার্জন করে গাড়ি-বাড়ি, বিত্ত-বেভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে জাগে এবং শয়তান এইসব অপকর্মকে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে সামনে তুলে ধরে এর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে ভয়াবহ।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সব ধরনের অন্যায় ও অনৈতিক উপার্জন থেকে হেদায়েত করে হালাল রুজি দিয়ে দুঃশ্চিন্তাহীন পবিত্র জীবন যাপনের তৌফিক দিন। আমীন।

www.waytojannah.com

তিন. লোভ নিয়ন্ত্রণ

লোভ মানুষের ফিতরাত বা প্রকৃতিতে জন্মগতভাবেই থাকে। কিন্তু তা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে পাপ করে বসে। এই পাপ তাকে আরও বড় পাপের দিকে ধাবিত করে। এর যেন কোন শেষ নেই। কেবল মৃত্যু এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটায়। সে জন্য কথায় বলে, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"। কিন্তু মৃত্যুই শেষ নয়। এরপর কবরে, হাশরে, মিজানে, পুলসিরাতে– ঘাটে ঘাটে লাঞ্ছনা এবং অবশেষে জাহান্নামের অগ্নি শিখায় নিক্ষিপ্ত হবে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এই সব মানসিক রোগ বা কলুষ থেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে রয়েছে- ইবরাহীম (আ.) আমাদের নবীকে প্রেরণের জন্য এভাবে দু'আ করেছেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করো যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞান-হেকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (আল-কুরআন, ২:১২৯)।

এই পবিত্র করার জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন রিপু ও প্রবৃত্তি থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বহু হাদীস রেখে গেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হাদীস হচ্ছে, তিনি বলেছেন,

اَلْحَرِيْصُ مَحْرُوْمٌ "লোভী ব্যক্তি বঞ্চিত হয়"

কত সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর এ বাণী। অতিলোভীরা যে শেষ পর্যন্ত তা ভোগ করতে পারে না বরং বঞ্চিতই থেকে যায় তার ভুরিভুরি প্রমাণ আছে।

পক্ষান্তরে অল্পেতুষ্টি হচ্ছে হতাশাবিহীন সুখী জীবনের চাবিকাঠি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, اَلْقَنَاعَةُ غِنَى "অল্পেতুষ্টি হচ্ছে প্রকৃত স্বচ্ছলতা"। তিনি আরও বলেন, لَيْسَ الْغِنَى مِنْ كَثْرَةِ الْعِرَضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ "অনেক অর্থবিত্তে নয়, মনের ধনীই প্রকৃত ধনী" (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা (রা)। দেখুন, ইমাম কুরতুবী, জামি' বায়ানিল ইলমি ও ফাদলিহ্, খ.২, পৃ.২০।)। কবি বাক্র ইবন 'উয়ায়নাহ বলেন,

كَمْ مِنْ فَقِيْرٍ غَنِيٍّ النَّفْسِ تَعْرِفُهُ * وَمِنْ غَنِيٍّ فَقِيْرُ النَّفْسِ مِسْكِيْنُ

–কত দরিদ্র অথচ মনের ধনীকে তুমি তো চেন
আর কত ধনী-মনের দরিদ্র, মিসকীন যেন।"

(ইমাম কুরতুবী, জামি' বায়ানিল 'ইলম ও ফাদলিহ্, খ.২, পৃ.২০১)

কিন্তু মানুষ আরও চায়। এমনকি তার লোভাতুর আচরণ দেখে মনে হয় সে কখনও মরবে না। তার ভোগে কোনদিন ছেদ পড়বে না। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

"আপনি নিশ্চয়ই তাদের দেখতে পাবেন জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশী লোভী। তাদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করে যদি হাজার বছর আয়ূ দেওয়া হতো! কিন্তু দীর্ঘায়ূ তাকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা" (আল-কুরআন, ২:৯৬)।

এ আয়াতে মানুষের লোভ যে কতদূর ছাড়িয়ে যেতে পারে তা বর্ণনা করা হয়েছে। সত্যিই মানুষ যদি জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা ভাবতো তাহলে অর্থ-বিত্তের এত লোভ করতো না।

এই লোভ থেকে মানুষের মনকে আযাদ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস যে তুচ্ছ তা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা ছেড়ে আখেরাতে চিরস্থায়ী সুখ লাভের চেষ্টা করার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

www.waytojannah.com

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

–তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পারিক অহঙ্কার প্রদর্শন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই নয়। এর উপমা হচ্ছে বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। এরপর তা শুকিয়ে যায়, এতে তুমি তা পীতবর্ণে দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন আসলে প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছু নয়" (আল-কুরআন, ৫৭:২০)।

এই আয়াতে একটি উপমার মাধ্যমে এই জীবনের পরিণতি বুঝানো হয়েছে। যাতে মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য লোভের বশবর্তী না হয়। কারণ, লোভ চরিতার্থ করার জন্য অসৎ ও দুর্নীতির পথে পা বাড়াতে হয়। একটি অপরাধ আরও বহু অপরাধ ডেকে আনে। কেবল লোভ সংবরণ করতে পারলে মানুষ বহু পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

আল-কুরআনে মধ্যমমানের জীবন যাপনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

"তুমি তোমার হাত তোমার গর্দানে আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিত করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও আফসোসকারী হয়ে পড়বে" (আল-কুরআন, ১৭:২৯)।

মানুষের নফ্স সব সময় লোভের প্রবৃত্তিকে উসকে দেয়। সকল মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

"নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মে অতিশয় প্ররোচণাদানকারী" (আল-কুরআন, ১২:৫৩)। এই নফ্সকে যে পরিশুদ্ধ রাখতে পারে সেই সফল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

"সে-ই সফলকাম যে তার নফ্সকে পরিশুদ্ধ করেছে" (আল-কুরআন, ৯২:৯)।

মনকে পরিশুদ্ধ করতে হলে, বিশেষ করে নির্লোভ, নির্মোহ থাকতে হলে বিত্ত-বেভবের প্রতিযোগিতা ত্যাগ করতে হবে। প্রাভাব-প্রতিপত্তি, যশ-খ্যাতির পেছনে ছুটা বন্ধ করতে হবে। এমনকি অভাবের সময়ও পরস্ব অপহরণ থেকে নিজেকে সংবরণ করতে হবে। এটিই হচ্ছে সবর। মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা সংঘবদ্ধ থাক, আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার" (আল-কুরআন, ৩:২০০)।

প্রকৃতপক্ষে, সফলকাম হতে হলে ধৈর্য ধারণ করতে হয়। উন্নতির প্রতিটি সিঁড়িতে পা রেখে উপরে উঠতে হয়। কিন্তু অনেকের এ ধৈর্যটুকু নেই। সে চায় অন্যকে ঠকিয়ে, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অতি সত্ত্বর নিজের লোভ ও উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করতে। তখনই সামাজিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। ব্যক্তি তার চরিত্র হারায়। লোভ তাকে সীমাহীন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করতে থাকে। হঠাৎ একদিন কোন আইন-শৃঙ্খলার দড়িতে বাঁধা পড়ে যায় অথবা কোন বিপর্যয় বা মৃত্যু এসে তাকে থামিয়ে দেয়।

কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে ধন-দৌলতের প্রতিযোগিতা করা। মহান আল্লাহ্ এর কুফল বর্ণনা করেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে" (আল-কুরআন, ১০২:১)। মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

"আর তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস" (আল-কুরআন, ৮৯:২০)।

এই মাল–দৌলত বিপর্যয়ের কারণ হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ, আর আল্লাহ্, তারই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার" (আল-কুরআন, ৬৪:১৫)।

সন্তানের সুখের জন্য যারা সাধ্যাতীত প্রচেষ্টায় রত হয় এবং অনৈতিকভাবে উপার্জন করে তারা তাদের আখেরাতকে বরবাদ করে ফেলে। অসৎ উপার্জনের মাধ্যমে লোভ ও উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করার এই প্রাণপণ চেষ্টা আখেরে বিফলে যায়।

আজ আমাদের সমাজে দেখা যায়, কেউ কোন পদে অধিষ্ঠিত হলেই জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করার নানা ফন্দি করে থাকে। বহু ক্ষেত্রে তা দেখা গেছে। যদিও সৎলোকও রয়েছেন। তবে এই লোভ তাদেরকে সেবক এর বদলে শোষকে পরিণত করে। অথচ আমাদের মহান সাহাবীদের জীবনী পড়লে দেখা যায় তারা শাসনকর্তা হয়েও খুবই সামান্য সুবিধা নিতেন।

এ প্রসঙ্গে দু'টি উদাহরণ পেশ করি,

'ইতাব ইবন উসায়দ (রা)কে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। খলীফা আবু বকর (রা) ও তাঁকে ওই পদে বহাল রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে প্রতিদিন ভাতা হিসেবে দু' দিরহাম বরাদ্দ করেছিলেন। তিনি এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বলতেন, যে পেট দু' দিরহাম দিয়ে পূর্ণ হয় না, আল্লাহ্ সে পেটকে যেন পরিপূর্ণ না করেন।

খলীফা উমার (রা) মাদায়েন এর গভর্ণর হিসেবে হুজাইফা (রা)কে নিয়োগ করলে তিনি সেখানে গিয়ে আদেশনামা পড়ে শোনান। এতে তার বেতন-ভাতার কথা উল্লেখ না থাকায় জনতা বললো, আমরা আপনার প্রয়োজন মেটাব। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমার নিজের পেটের জন্য খাদ্য চাই। আমার গাধার জন্য আহার চাই। যতদিন আমি এখানে থাকি এর চেয়ে বেশি কিছু আমাকে দিতে হবে না।"

একবার তিনি পানি চাইলে একজন ধনী ব্যক্তি তাকে রূপার পাত্রে পানি দিলো। তিনি পাত্রটি ছুঁড়ে মারেন। কারণ, ইসলামে সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার নিষেধ।

সত্যিই, আমরা যদি অল্পে তুষ্ট থাকি, কমপক্ষে কাউকে ঠকিয়ে বাড়তি সুবিধা নিতে চেষ্টা না করি এবং লোভকে নিয়ন্ত্রণে রাখি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সুখী হব। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে সৎ জীবন যাপন করার তৌফিক দিন।

www.waytojannah.com

চার. ঘুষ

ক্ষমতার অপব্যবহারের আরেক নাম ঘুষ। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল পদে থেকে অবৈধ অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে এক জনের হক অপর কাউকে দিয়ে দেওয়াই হচ্ছে ঘুষ। এই ঘুষ যারা দেয় তারাও সমান অপরাধী। বেআইনী সুবিধা পাওয়ার জন্য যারা কর্তাব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন সুবিধা বা টাকা পয়সা দিয়ে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে তারাও এই অপরাধ সংঘটনের অন্যতম শরীক। যারা ঘুষকে অঘোষিত একটি সিস্টেম হিসেবে প্রশ্রয় দেয় তারাও অপরাধী। দেখা যায় মাঝে মধ্যে "বেড়ায় খেত খায়", রক্ষকই হয় ভক্ষক। যারা ন্যায়কে লালন করবে তারাই অন্যায়কে ধারণ করে। এভাবে দুর্নীতির ডালপালা বিস্তার হয়। বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে।

ঘুষ বা উৎকোচ আসে উপহারের রূপ ধরে। একবার এক গভর্ণরকে হযরত উমার (রা) বলেছিলেন– তুমি যে বললে এগুলো বায়তুল মালের আর এগুলো আমার উপহার। তুমি এই পদ ছেড়ে বাপের ঘরে বসে থাক, দেখ তো কে তোমার জন্য উপহার নিয়ে আসে?" প্রাজ্ঞ প্রশাসক উমার (রা)এর সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার জ্ঞান ও সাহসের জন্য তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল "আল্-ফারূক"। কবি ফররুখ আহমদ বলেছেন,

আজকে উমর-পন্থী পথিক দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণপন।

কিন্তু হায়! এখন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের এই সমাজের চিত্র দেখলে মনে হতে পারে ইসলামের শিক্ষার প্রতিফলন কোথায়? এ জন্যেই কবি নজরুল বলেছেন-

ইসলাম সে তো পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি
পরশে তাহার ধন্য যারা তাদেরই মোরা বুঝি।

ইসলামের পরশ আমাদের মন-মনন ও অনুভবে পৌঁছেনি বলেই আজ আমরা ঘুষকে উপহার ভাবি। অফিসের ফাইল স্পিড-মানি না পেলে সামনে চলে না। সার্বিকভাবে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মেধাহীনদের রাজত্ব চলে। ঘুষ দিয়ে যে চাকরি পেতে হয় সেই চাকরিকে সেবা মনে করার কোন কারণ নেই। আর তাই ঘুষ দিয়ে শিক্ষকের চাকরি পাওয়া লোকটির কাছে তার ছাত্র মনুষ্যত্ব শিক্ষা লাভ করবে এটা আশা করা যায় না।

www.waytojannah.com

এই ঘুষের লাইনে পাকা দড়িবাজরা তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে দেখে **সৎ লোকেরা** মাঝে মাঝে ভাবে, তবে কি সততার কোন দাম নেই। এটা কি **বোকামি?** কিন্তু তিক্ত ফলের চারা লাগিয়ে যেমন সুমিষ্ট ফলের আশা করা যায় না **তেমনি** দুর্নীতির মাধ্যমে গড়ে উঠা সিস্টেমের কাছে কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। তাই ঘুষ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

"এরপর যালিমরা বদলে দিল যা তাদের বলা হয়েছিল। তার পরিবর্তে অন্য কথা। এ কারণে যারা যুলম করল তাদের উপর নাযিল করলাম আকাশ থেকে এক মহাশাস্তি। কারণ, তারা অধর্ম-অন্যায় কাজ করছিলো" (আল-কুরআন, ২:৫৯)।

এ আয়াতে সত্যকে বদলে দেওয়ার শাস্তির উল্লেখ আছে। ঘুষও সত্যকে বদলে দেয়। পাশকে ফেল দেখিয়ে দেয়। একজনের প্রাপ্য অধিকার বদলে দিয়ে অন্যকে অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়।

অতীত যামানায় যারা ঘুষ খেয়ে, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ধর্মের বাণীতে জালিয়াতি করত তাদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ

"সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে– এটি আল্লাহ্র নিকট হতে এসেছে। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য শাস্তি তাদের" (আল-কুরআন, ২:৭৯)।

তুচ্ছমূল্য হচ্ছে ঘুষ। যদিও ঘুষখোর এটাকে তুচ্ছ মনে করে না। আয়াতে ঘুষ খেয়ে ধর্মের বাণী বদলে দেওয়ার কথা বলা হলেও সকল জালিয়াতির জন্যই শাস্তি প্রযোজ্য।

ঘুষ সব সময় টাকা-পয়সা হয় না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানান বস্তু ও বিষয় হতে পারে। এ জন্যই হাদীসের ভাষায় এটিকে বলে "রিশওয়াহ" (رشوة) বা দড়ি। দড়ি দিয়ে কূপের ভেতর থেকে বালতি টেনে উঠাবার মত ঘুষ অন্যের

হক নিজের ঘরে নিয়ে আসে। এজন্য এই প্রক্রিয়ায় তিনটি পক্ষ থাকে। রাশী (راشى) যে ঘুষ প্রদান করে, (২) মুরতাশী (مرتشى) যে ঘুষ গ্রহণ করে এবং (৩) রায়েশ (رائش) যে অনুঘটক হয়ে কাজ করে। আল্লামা সান'আনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুবুলুস সালাম শারহু বুলূগিল মুরাম' গ্রন্থে বলেন– "রায়েশ" বা ঘুষের ঘটক হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ঘুষখোর ও ঘুষদাতার মধ্যে দূতিয়ালী করে থাকে" (সুবুলুস সালাম, খ.৪, পৃ.১২৪)। তবে যেহেতু মূলপক্ষ হচ্ছে দুটি : যে ঘুষ দেয় ও যে ঘুষ খায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ

"ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী দু'জনই জাহান্নামে যাবে"। (তারগীব গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন আবু সালামাহ ইবন আব্দুর রহমান)। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

"ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত"। (ইবন হিবরান)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ق الرَّاشِيَ، وَالْمُرْتَشِيَ، وَالرَّائِشَ، يَعْنِي الَّذِيْ يَمْشِيْ بَيْنَهُمَا

"ছাওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অভিশাপ দিয়েছেন ঘুষদাতা, গ্রহীতা ও উভয়ের মধ্যে যে দালালী করে বেড়ায়" (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ও তাবরানী)

ইমাম তাবারানী তার আল-মু'জাম আস্-সগীর গ্রন্থে একটি হাদীস সংকলন করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

اَلرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ

"রিশওয়াহ বিচারের ক্ষেত্রে কুফরি। লোকেরা নিজেদের মধ্যে এ কাজ করা সুহ্‌ত"। আগেই বলা হয়েছে রিশওয়াহ অর্থ ঘুষ। তাহলে "সুহ্‌ত" অর্থ কি? এ প্রশ্নের উত্তর পাই রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীসে:

كُلُّ لَحْمٍ اَنْبَتَتْهُ السُّحْتُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. قِيْلَ مَا السُّحْتُ؟ قَالَ اَلرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ

"যে গোশত উদগত হয়েছে "সুহত" থেকে তার জন্য জাহান্নামের আগুনই বেশী উপযোগী। একজন জিজ্ঞেস করলো, সুহ্‌ত কী? তিনি বললেন, বিচার বা শাসনকার্যে ঘুষ গ্রহণ" (কানযুল 'উম্মাল, খ.৩।

তাহলে দেখা যায় যে, ঘুষের অর্থে যে নিজে পানাহার করে এবং তার পোষ্যদের পানাহার করায় সকলের জন্যই তা খুবই মন্দ কাজ। এই ঘুষ-লালিত দেহের ইবাদত আল্লাহ্ কবুল তো করবেনই না বরং তাদের জন্য লাঞ্ছনা, আখেরাতে আগুন অপেক্ষা করছে।

ইহুদীদের দুর্গতির কারণ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

"তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ (ঘুষ) ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত" (আল-কুরআন, ৫:৪২)।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"(হে নবী!) আপনি (আহলে কিতাবদের) অনেককেই দেখবেন পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে (ঘুষ খাওয়াতে) তৎপর। তারা যা করে নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট" (আল-কুরআন, ৫:৬২)।

আয়াতে অবৈধ ভক্ষণ তরজমা করা হলেও কোন হাদীসে এই সুহ্ত বা অবৈধ আয়কে ঘুষ হিসেবে তাফসীর করে দেওয়া হয়েছে। তবে সকল প্রকার দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত আয়ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এই ঘুষের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে স্পষ্টতই এসেছে। বিচারের রায়কে প্রভাবিত করা এবং প্রশাসকদেরকে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা থেকে বিচ্যুত করাই যে ঘুষের মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা প্রতিফলিত হয়েছে এই আয়াতে:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার

উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের বা প্রশাসকদের কাছে পেশ করো না" (আল-কুরআন, ২:১৮৮)।

এ আয়াতে হুক্কাম অর্থ শাসকগণ, প্রশাসকগণ, বিচারকগণ হতে পারে। আরবী ভাষায় হাকিম বা বহুবচনে হুক্কাম শব্দটি এইসব অর্থে সমভাবে ব্যবহৃত। এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কথা বুঝানো হয়েছে যাদের সিদ্ধান্তে একজনের সম্পদে অন্য কেউ অন্যায়ভাবে ভাগ বসাতে পারে। উপর্যুক্ত আয়াতে [وَتُدْلُوْا بِهَا] শব্দটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে [دلو] বা বালতি কূপে ফেলে তা টেনে উঠানো। ঠিক যেমনি ঘুষের রশিতে নিজের আরাধ্য বস্তু টেনে আনা হয়। এটি রূপক অর্থে এসেছে।

এ জন্যই আল্লামা আলূসী তার তাফসীর 'রুহুল মা'আনী'তে বলেন:

اَىْ وَلَاتُلْقُوْا بَعْضَهَا إِلَى الْحُكَامِ السُّوْءِ عَلٰى وَجْهِ الرِّشْوَةِ

"অর্থাৎ তোমাদের সম্পদের কিছু অংশ অসাধু বিচারক বা প্রশাসকদেরকে ঘুষ হিসেবে দিও না।"

তাফসীরে মাদারেকেও এ আয়াতে وَتُدْلُوْا بِهَا শব্দ দ্বারা ঘুষ বা রিশওয়াহ বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (খ.১, পৃ.৭৬)। এতে প্রমাণিত হলো যে, পবিত্র কুরআনে ঘুষের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আজ আমাদের দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকার প্রথম দিকে রয়েছে। এই দুর্নীতির নানা রকম ফের রয়েছে। তবে ঘুষ হচ্ছে প্রধান ও সবচেয়ে ব্যাপক দুর্নীতি। ঘুষের এই ব্যাপকতা কেবল আখেরাতের জন্যই ভয়াবহ নয়; বরং আমাদের এই সামাজিক জীবনেও দুর্ভোগের কারণ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَاءُ إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ

"যে জাতির মধ্যে ঘুষ মহামারির মত দেখা দেয় তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয়ে তাদেরকে পরাজিত করে ফেলে।"

ঘুষের বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। বাসে, লঞ্চে, পথে-ঘাটে মানুষ ঘুষের আলাপ করছে। পাশের লোকেরা শুনেও কোন প্রতিক্রিয়া বোধ করছে না। এ রকম অবস্থার কারণেই আমরা জাতি হিসেবে ক্রমশ অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ছি

এবং ভবিষ্যতের অজানা আশঙ্কায় অথবা দ্রব্যমূল্য অথবা সন্ত্রাসের আরও প্রকোপ দেখে এক বিরাট ভয় আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ধর্মের বাণী আজ আমাদের জীবনে বাস্তব রূপধরে আসলেও ধর্মাচার করার প্রতি আমাদের আগ্রহ নেই। এ হচ্ছে এক ভয়াবহ অবস্থা।

ঘুষ আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। ঘুষের কারণে মানুষ যোগ্যতার মূল্যায়ন করছে না। ঘুষের চিন্তায় যখন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাথা ঘুরতে থাকে তখন হাতের কলম সিরাতুল মুস্তাকীমে চলে না। ঘুষ হচ্ছে সমাজদেহে নীরব মরণ-ব্যাধি। সকল নীতি-নৈতিকতা, সমস্ত আইন-কানুন, বিধি-বিধানকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার জন্য এই ভিলেনই দায়ী। এ হচ্ছে এক মরণ-ভাইরাস যা আমাদের সমাজের সকল প্রোগ্রামকে নাস্তানাবূদ করে দিচ্ছে। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে না পারলে কোন জাতির সামনে ভবিষ্যতের কোন সুখবর থাকবে না।

তাই আসুন! আমরা তাওবা করে ঘুষকে পরিত্যাগ করি, এর বিরুদ্ধাচারণ করি। একে ঘৃণা করি, একে প্রতিরোধ করি। .....।

www.waytojannah.com

পাঁচ. ভোগ্য পণ্যে ভেজাল

আমরা জীবন ধারণের জন্য আহার গ্রহণ করি। এই খাদ্য-পানীয় আমাদের দেহে পুষ্টি জোগায়, রোগ প্রতিরোধ করে এবং সর্বোপরি আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ্ তাই আল কুরআনে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদত করে থাকো" (আল কুরআন, ২:১৭২)।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, কিছু লোকের দুর্নীতির কারণে এ খাদ্যই আজ বিষে পরিণত হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ফলে আজ ডায়াবেটিস মহামারির মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি বৈকল্য, চর্ম রোগ ইত্যাদি ব্যাধি মানুষের দেহে বাসা বেঁধে অকালে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এ দেশে রেল ও বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত তেল কোথাও কোথাও সয়াবিন হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। জীবন-রক্ষাকারী ওষুধে ভেজাল মেশানো হচ্ছে। ফরমালিনযুক্ত মাছ-গোশত খেয়ে অন্ত্রের পীড়া হচ্ছে। ট্যালকম পাউডার দিয়ে সর্দি-কাশির লজেন্স তৈরি হচ্ছে। মরা মুরগী দেদারছে হোটেলে খাওয়ানো হচ্ছে। বিষাক্ত রং মিশিয়ে পানীয় ও মিষ্টি খাওয়ানো হচ্ছে। বিষাক্ত ক্যামিকেল দিয়ে ফলের রং আনা হচ্ছে। গুঁড়া দুধ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কসমেটিক ব্যবহার করা হচ্ছে। বাসি খাবার, পঁচা ডিম দিয়ে নানান ফাস্টফুড পরিবেশন করা হচ্ছে। ইউরিয়া মেশানো মুড়ি বিক্রি হচ্ছে। ভেজালের কবলে পড়ে শিশু, গর্ভবতী মা সহ সকল বয়সী মানুষ আজ জীবন যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে।

আগে আমরা শুনতাম যে, দুধের সাথে পানি মেশানো হতো। আর আজ কত অকল্পনীয় কৌশলে যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে তা সাধারণ ক্রেতাদের বুঝার কোন উপায় নেই। মাঝে মধ্যে ভেজাল কারখানা, ভেজাল মেশানোর কৌশল

ধরা পড়ছে বটে কিন্তু এত বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুখোশধারী ব্যবসায়ীদের পুরোপুরি চিহ্নিত করা বড়ই কঠিন।

একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তা হচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তন। আপাত লাভ যে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনছে তা বুঝানো যাচ্ছে না। ভেজালকারী তার একটি পণ্যে প্রতারণা করে তো আত্মশ্লাঘা বোধ করছে। কিন্তু সে আর দশটি পণ্য ভোগ করার জন্য যখন খরিদ করছে তখন তো ঠকছে।

সবচেয়ে বড় কথা এ জীবনের দিনগুলো ফুরিয়ে যাবার পর যখন আখেরাতে আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হবে তখন তার কী উপায় হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না" (আল-কুরআন, ২:৪২)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, وَمَنْ غَشَّنَ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতি করবে সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়" (সহীহ মুসলিমে সঙ্কলিত)।

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيٌّ، فَقَالَ: بِعْ هٰذَا عَلَيحِدَةٍ، وَهٰذَا عَلَيْحِدَةٍ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)

"আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু খাবারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বিক্রেতা তা বেশ সাজিয়ে সুন্দর অবস্থায় রেখে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তিনি ভেতর থেকে বৃষ্টি ভেজা খাবার তুলে আনলেন। দোকানীকে বললেন, এটা আলাদা বিক্রি কর, আর ভালটা আলাদা বিক্রি করবে। যে আমাদের সাথে তথ্য গোপন করবে, প্রতারণা করবে সে আমাদের মুসলিম সমাজভুক্ত নয়।" (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, বায্যার, তাবারানী ও আবু দাউদ)।

এখানে সরকারের সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসেছে। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"যে আমাদের সাথে ধোকাবাজী করবে সে আমাদের নয়। কুট-কৌশল ও প্রতারণা জাহান্নামে যাবে।" (তাবারানী, ইবন হেব্বান)।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)–এর একটি হাদীস আমাদের লোভী মনকে ভেজালমুক্ত করতে সহায়ক হবে বলে আশা করি। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, لَا تَشُوبُوا اللَّبَنَ لِلْبَيْعِ "তোমরা বিক্রির উদ্দেশ্যে দুধের সাথে পানি মেশাবে না"। এরপর তিনি বলেন–

أَلَا وَإِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جَلَبَ خَمْرًا إِلَىٰ قَرْيَةٍ فَشَابَهَا بِالْمَاءِ فَأَضْعَفَ أَضْعَافًا فَاشْتَرَىٰ قِرْدًا فَرَكِبَ الْبَحْرَ حَتَّىٰ إِذَا لَجَّجَ فِيهِ أَلْهَمَ اللهُ الْقِرْدَ صُرَّةَ الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَهَا فَصَعِدَ الدَّقَلَ وَفَتَحَ الصُّرَّةَ وَصَاحِبُهَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ دِينَارًا فَرَمَىٰ بِهِ فِي الْبَحْرِ ، وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ حَتَّىٰ قَسَّمَهَا نِصْفَيْنِ

"জেনে রাখ! তোমাদের পূর্বেকার যামানায় এক ব্যক্তি কোন গ্রামে শরাব বিক্রি করতে গিয়ে তাতে কয়েকগুণ পানি মিশিয়েছিলো। ওই অর্থ দিয়ে সে একটি বানর খরিদ করলো। এরপর সমুদ্র পথে জাহাজে করে পাড়ি দিল। যখন সমুদ্রের গভীরে চলে গেল এ সময় আল্লাহ্ ওই বানরের মনে ঢেলে দিলেন যেন দীনারের ব্যাগটি নিয়ে আসে। বানরটি দীনারের থলিটি নিয়ে মাস্তুলের ওপর চড়ে বসল। সেখানে বসে থলিটি খুলে ফেললো। দীনারের মালিক ওদিকে তাকিয়ে রইল। বানরটি থলে থেকে একটি দীনার বের করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে আরেকটি দীনার জাহাজে ফেলছে। এভাবে সে দু'ভাগ করে দিল।"

এ হাদীসটিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। অপরকে ঠকানো পয়সা দিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। বরং কোন না কোন উছিলায় তা ধ্বংস হয়ে যায় অথবা দুঃখ-দুর্ভোগ ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ (সা)–এর আরেকটি হাদীস এ প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

"যে ব্যক্তি কোন ত্রুটিসহ কোন দ্রব্য বিক্রি করল অথচ ক্রেতাকে তা জানালো না সে অব্যাহতভাবে আল্লাহ্র গজবে পড়ে থাকবে এবং ফেরেশ্তাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে" (ইবন মাজাহ্)।

আজ আমরা যখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির নানা অর্থনৈতিক কারণ খুঁজে হয়রান হচ্ছি তখন একবার রাসূলুল্লাহ (সা)–এর একটি হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে এ সব প্রশ্নের জবাব মিলে যায়।

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ اَخَذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ

"কোন জাতির মধ্যে ওজনে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিলে অবশ্যই তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও সরকারের নিপীড়ন এসে পড়বে" (ইবন মাযাহ, আত-তারগীব, খ.৩, পৃ.৩৩।)

অপর হাদীসে আছে– "ওজনে ফাঁকি তথা উপাদান সঠিক মাত্রায় না দিলে আল্লাহ্ সে সমাজের জীবিকা সঙ্কুচিত করে দেন" (আত-তারগীব, খ.৩, পৃ.৩০)।

ভেজালের প্রসঙ্গে নকল ও জালিয়াতির বিষয়টিও উঠে আসে। পরীক্ষায় নকল করে বেশি নম্বর পাওয়ার চেষ্টা এবং নকলের মাধ্যমে পাশ করে যারা সার্টিফিকেট লাভ করে এবং পরবর্তীতে এদেরই কেউ কেউ শিক্ষক হয়। তারা নিশ্চয়ই উপযুক্ত শিক্ষক হন না। এইসব অযোগ্য শিক্ষকদের ছাত্ররাও কাঙ্খিত যোগ্যতা লাভে ব্যর্থ হয়। এভাবেই জ্ঞান অর্জন না করেই সার্টিফিকেটের জোরে এবং তার সাথে তদবীর ও ঘুষের সহযোগে যারা চাকরি বাগিয়ে নেন তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। এভাবেই যেমন মুরগী তেমন ডিম। আবার যেমন ডিম তেমন মুরগী- এই দুর্বল আবর্তন চলতে থাকে। ফলে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

আবার ধরা যাক, যারা টাকায় ভেজাল দিচ্ছে। জাল টাকা দিয়ে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করছে। আধুনিক মুদ্রণ কৌশল রপ্ত করে জাল টাকা বানিয়ে তা দিয়ে সম্পদের মালিক হচ্ছে। তারা মূলত অন্যের পরিশ্রমকে বিনে পয়সায় নিজের করে নিচ্ছে। অন্যকে ঠকাচ্ছে। এটি মারাত্মক জালিয়াতি। এইসব নোট বাজারে আসার পর মুদ্রাস্ফীতিসহ নানান অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। মুদ্রা জালিয়াতি হচ্ছে ঘরে বসে পরস্ব অপহরণ। এটি চুরি-ডাকাতিকেও হার মানায়। অথচ সমাজে এই জাল টাকা নিয়ে কত সহজ-সরল মানুষ খুবই অনাকাঙ্খিত বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে।

দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের সনদ, সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট-ভিসা জালিয়াতি করে। যারা ধরা খাচ্ছে তারা দেশ-বিদেশে খুবই বিপদে পড়ছে। যারা এ কাজটি করে দিয়েছে তারা টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। যে উপকারভোগী সে একসময়

ধরা পড়ে সামাজিকভাবে হেয়-প্রতিপন্ন হচ্ছে এবং আর্থিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার শিকার হচ্ছে।

এভাবে ভেজাল, নকল, জালিয়াতি ইত্যকার ধোঁকাবাজির মাধ্যমে সমাজের কাঠামো নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। অথচ যারা এ কাজগুলো করছে তাদের নামগুলোর অর্থ কতই না ইসলামী ভাবধারায় ব্যঞ্জনাময়। কেবল নামে মুসলিম হলে তো চলবে না। মুনাফিকদের নামগুলোও মুসলিম নামে অনুরূপ ছিল। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সে, যার যবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে"।

কিন্তু আফসোস! নামের মুসলমান কোটি কোটি আছে, প্রকৃত ইসলামী চরিত্রে উজ্জীবিত মুসলিম কতজন আছে?

ভেজাল আলেম, ভেজাল পীর, ভেজাল শিক্ষক, ভেজাল বিচারক, ভেজাল দোকানদার, ভেজাল লেখক, ভেজাল শিল্পপতি, ভেজাল সমাজসেবক, আর ভেজাল জনদরদীতে ভরে গেছে দেশ। কারণ, ভাল জিনিসেরই নকল হয়। বাজারে চালু ব্রান্ডটিই নকল হয়। ওতেই ভেজাল দেওয়া হয়। তেমনি ভাল লোকের মুখোশ পরে তারা মানুষ ঠকাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত হক্কানী আলেম, পীর-মাশায়েখ, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক, দিক নির্দেশনাকারী লেখক, শুভ উদ্যোক্তা শিল্পপতি, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মী এরাই তো জনগণের প্রকৃত বন্ধু ও অভিভাবক। তাই মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না" (আল-কুরআন, ২:৪২)।

একটি উন্নত জাতি প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তার সমাজের সম্পর্কের সূতোগুলো থাকতে হবে অটুট, সমাজদেহ থাকতে হবে সুস্থ। জনগণের আচার-আচরণ হবে অনাবিল ও কল্যাণকামী। মুসলিম হয়েও যদি আমরা ইসলামের মহান আদর্শকে ভুলে যাই অথবা সুন্দর সুন্দর নামের লোকগুলো প্রতিনিয়ত অসুন্দর কাজ করে যাই, তাহলে এটি আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে পুতঃপবিত্র চরিত্রের মুসলিম এবং সুনাগরিক হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

ছয়. ব্যবসায়িক সততা

সততা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন। তবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে ক্রেতা সাধারণের যে নাভিশ্বাস ওঠে এবং দুর্নীতি ব্যবসা-বাণিজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রেখে এ বিষয়টি বেছে নিয়েছি।

হাটে-বাজারে যখন অযৌক্তিকভাবে ভোগ্যপণ্যের দাম চড়ে যায় তখন খরিদ্দার মাথায় হাত দেয়, খুচরা বিক্রেতা বলে, আমরা বেশি দামে কিনেছি, পাইকাররা বলে পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় অথবা সরবরাহ কমে যাওয়ায়।

মূল্য বৃদ্ধি ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যাদির গুণগতমান থাকে খুবই খারাপ। ভেজাল উপাদান দিয়ে তৈরী, অথবা বাসি-পঁচা, আবার রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ থাকে। যেমন, মাছে ফরমালিন, কাঁচা কলা পাকানোর জন্য ব্যবহার করা হয় ক্যালসিয়াম কারবাইট। আবার গায়ে যে ওজন লেখা থাকে আসলে থাকে তার চেয়ে কম।

এছাড়া আমদানীর ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট ব্যবস্থা করে মনোপলি বা একচেটিয়া ব্যবসা করা হয়। তাদের কাছে সরকারও অসহায় হয়ে পড়ে। মজুদদারী, মুনাফাখোরী তো আছেই। এছাড়াও শেয়ার বাজারে কেলেঙ্কারী, বন্যা-খরার সুযোগ গ্রহণ করা ইত্যাকার অসৎ কারবারের অসহায় শিকার হয় ক্রেতা বা ভোক্তাগণ। হতদরিদ্র লোকেরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও কিনতে না পেরে চরম অপুষ্টিতে ভোগে এবং দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

দেশের প্রচলিত আইনকে ফাঁকি দিয়ে এবং নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে এক শ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ী মুনাফা লুটার জন্য এই জঘণ্য কাজ করে থাকে। দুর্নীতির মাধ্যমে ম্যানেজ করে ফেলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এখন সবচেয়ে বড় পথ হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করার প্রয়াস। মানুষের মনে যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে কর্মেও তা প্রতিফলিত হবে বলে আশা করা যায়। এ দেশের মানুষ যত পাপাচারই করুক অবচেতন মনে তার মধ্যে ধর্মের কিছুটা হলেও প্রভাব থেকে

www.waytojannah.com

যায়। তাই মহান আল্লাহ্‌র বাণী ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহর উপস্থাপনার মাধ্যমে আমরা বিভ্রান্ত ব্যবসায়িক সিস্টেমে শুভ পরিবর্তন আনার প্রয়াস পাব।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লাভ ও অতিলাভের দোলাচলে বহু লোক বেপথু হয়ে যায়। ব্যবসার খোলসে সুদ খেতে খেতে একসময় তাকে আর সুদ বা হারাম মনে করে না। বরং এটিকে ব্যবসায়ের পলিসি মনে করে থাকে। অথচ এটি হচ্ছে যুলুমের হাতিয়ার। ঋণ গ্রহীতাকে নিঃস্ব করে দেওয়ার এক আর্থিক শোষণ। এ জন্যই মহান আল্লাহ্ বলেন,

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে" (আল-কুরআন, ২:২৭৫)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, كُلُّ ظُلْمٍ رِبًا "প্রতিটি আর্থিক যুলুমই সুদ" (সুবুলুস সালাম)।

আজকাল বিভিন্ন অর্থ-লগ্নি প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, লিজিং কোম্পানী, মাইক্রোক্রেডিট সিস্টেম, ঋণের বিপরীতে সুদ ছাড়া নানা রকম অজুহাতে দুর্বোধ্য ভাষায় বিভিন্ন চার্জ নিয়ে থাকে, যা ঋণ গ্রহীতাকে অন্ধকারে রেখে বা তার অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে আদায় করা হয়ে থাকে। এ সবই "রিবা" বা সুদ। এই সুদী কারবার এত জঘণ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا كَالَّذِيْ يَقَعُ عَلَى أُمِّهِ

"সুদের সত্তরটি শাখা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে লঘুটি হচ্ছে মায়ের সাথে যেনা করার সমতুল্য" (এটি বর্ণনা করেছেন, বায়হাকী, দেখুন, আত-তারগীব, খ.৩, পৃ.৬৫)।

তবে যারা এই সুদী কারবার করে আপাতত বড়লোক হয়েছে বলে মনে হয় তাদের উদ্দেশে আল্লাহ্ তা'আলার সতর্কবাণী হচ্ছে,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে লালন করে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না" (আল-কুরআন, ২:২৭৬)।

সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে কেবল যদি আমরা মহান আল্লাহ্র বাণী অনুধাবনের চেষ্টা করি তা-ই যথেষ্ট। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সুদের যা কিছু বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক" (আল-কুরআন, ২:২৭৮)।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

–যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। কিন্তু যদি তোমরা তাওবাহ কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না" (আল-কুরআন, ২:২৭৯)।

ব্যবসায় যথাসম্ভব সুদকে এড়িয়ে হালাল পন্থায় কারবার করাই ঈমানের দাবী। যে যেভাবেই এই সুদী কারবারে জড়িত থাকুক তাকে এ থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

মজুদদারী-মুনাফাখোরী :

মজুদদারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى

"যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত কোন খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে সে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন-বিমুখ হয়ে যায়। আল্লাহ্ও তার থেকে বিমুখ হয়ে যান। কোন মহল্লায় যদি কোন ব্যক্তি অভুক্ত থাকে তাহলে তাদের ওপর থেকে আল্লাহ্ তা'আলার

দায়-দায়িত্ব উঠে যায়"। (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ, দেখুন, আল্-মুনযেরী, আত-তারগীব, (কায়রো: ১৯৯৪খৃ.), খ.৩, পৃ.৩৪)।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন, لاَيَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ "পাপিষ্ঠ ব্যক্তিই মজুদদারী করে থাকে" (প্রাগুক্ত)।

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

"উমার (রা) বর্ণন করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "সরবরাহকারী রিযিকপ্রাপ্ত আর মজুদদার হচ্ছে অভিশপ্ত" (ইবন মাজাহ ও হাকেম, দেখুন, প্রাগুক্ত)।

'উমার (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি,

مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلَاسِ

"যে ব্যক্তি মুসলিমদের খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে আল্লাহ্ তাকে শ্বেতরোগ ও নিঃস্ব অবস্থা দিয়ে শাস্তি দেন" (ইমাম ইস্পাহানী ও ইবন মাজাহ, দেখুন, আল্-মুনযেরী, আত-তারগীব, (কায়রো: ১৯৯৪খৃ.), খ.৩, পৃ.৩৬)।

মজুদদারীর উদ্দেশ্য মূলত পণ্যের দাম বাড়িয়ে ফায়দা লুটা। মজুদদারী ছাড়াও বিভিন্ন কলা-কৌশলে, যেমন সিন্ডিকেট করে অথবা কাঁচামালের সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে অথবা পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে অথবা অন্য কোন উপায়ে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো অনেক বড় পাপ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এই জীবনে এবং আখেরাতে কঠিন আযাব দিয়ে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা) বলেন, আমি বহুবার রাসূলুল্লাহ (সা)–কে বলতে শুনেছি:

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مَعْظَمِ النَّارِ

"যে ব্যক্তি মুসলিমদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন কিছু ভূমিকা রাখে তাকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের অগ্নি-শলাকায় বসানো হবে, অন্য বর্ণনায় এসেছে– তাকে জাহান্নামের মধ্যখানে নিক্ষেপ করা আল্লাহ্র হক হয়ে যাবে" (প্রাগুক্ত)।

www.waytojannah.com

ব্যবসার মধ্যে যখন সততা ও সত্যবাদিতা এবং সদাচরণ না থাকে তখন তা থেকে বরকত, রহমত ও আল্লাহ্ তা'আলার সহায়তার হাত উঠে যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّاجِرُ الصَّادِقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

"আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (পরকালে) নবীগণ, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের সাথে থাকবে" (তিরমিযী)।

এ হাদীসে ব্যবসায়ীদের কিছু গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যা না থাকলে তিনি উল্লিখিত সৌভাগ্য লাভ করবেন না। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতারক ব্যবসায়ীকে ইসলামী সমাজচ্যুত বলে ঘোষণা করেছেন,

مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

"ব্যক্তি মুসলিমদের ধোঁকা দেবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" (আল্-মুনযেরী, আত-তারগীব, (কায়রো: ১৯৯৪খৃ.), খ.৩, পৃ.৩৭)।"

ব্যবসায়িক সততা না থাকলে যে বরকত থাকে না এ সম্পর্কে একটি হাদীসে কুদসী রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه فَإِذَا خَانَه خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– আমি দুই শরীকের তৃতীয়জন, যতক্ষণ না তারা একে অপরসঙ্গীর খেয়ানত করে। যখনই উভয়ের কোন একজন খেয়ানত করে বসে, আমি তাদের মাঝখান থেকে সরে যাই। ওই স্থানে শয়তান এসে যায়" (আবু দাউদ ও হাকিম)।

কাজেই ব্যবসায়িক সততা আখেরাতে মুক্তি এবং দুনিয়ায় সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়ভাজন হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

www.waytojannah.com

সাত : যৌতুক একটি সামাজিক দুর্নীতি

যৌতুক নিয়ে কৌতুকের অভাব নেই। একজন পাত্রের অভিভাবক মেয়ের বাবাকে বলেছিল, বেয়াই সাহে : আমাদের কোন দাবী নেই। কেবল ধরুন, ছেলে মেয়ের থাকার জন্য যে ক'টা ফার্নিচার দরকার তা তো দিবেনই। সংসারে একটি টেলিভিশন বা ফ্রিজ তো ওদেরই প্রতিদিনকার প্রয়োজন। আর বাইরে বের হয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সারতে একটি মটর সাইকেল হলে ভাল হয়। আর একটি কথা রাখবেন। আরে আরে, বলুন! হাজারটা বলুন, সেটা হচ্ছে গিয়ে মেয়ের গয়না কিন্তু দশ ভরি সোনার কম দেবেন না। এবার মেয়ের বাবা বললেন, আচ্ছা বেয়াই সাব! আমার একটা কথা রাখবেন? বললেন : তা'একটি কথা, রাখবো না! বলুন বলুন। কনের বাবা বললেন, ওই একটা কথা হচ্ছে, আমি কোন যৌতুক দিতে পারবো না।

আমাদের দেশের যৌতুক নিয়ে সবচেয়ে বড় কৌতুক করেন বিদেশীরা কৌতূহলের অন্ত নেই তাদের। কীভাবে একটি মেয়ে, বরকে অনেক টাকা পয়সা ও স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি দিয়ে তবে বিয়ে বসতে হবে।

এই যৌতুক শ্রেণিভেদে রকমফের হয়। কেউ বাই সাইকেল চায়, কেউ মটর সাইকেল। আবার কেউ মটর কার। প্লেন চেয়েছে বলে শুনিনি। সম্ভবত গরীবের হাতি পোষার মত বলে আকাশের দিকে এখনও চোখ যায়নি। তবে একটা জিনিস বরাবর লক্ষ করা গেছে–যৌতুকটা মেয়ের বাবার সাধ্যের চেয়ে কিছুটা বেশি হতে হবে। না হয় যৌতুক হবে কি করে। বাংলাদেশে এটা কোন কৌতুক নয়। একেবারেই বাস্তব।

সৌদী আরবসহ উপসাগরীয় দেশসমূহে মোহরানা নগদ এমনকি আকদের পূর্বেই কনের পিতার হাতে জমা করে দিতে হয়। বাসা ফার্নিচার এবং অলিমার খরচের টাকা আগেই প্রদান করতে হয়। মোহরানার জন্য ঐসব ধনীদেশের যুবকরা বিয়ে করতে হিমশিম খায়। সরকার মোহরানার জন্য ঋণ সুবিধা রেখেছে। সেখানে কনের অনেক দাম। সেটাও স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তবে

www.waytojannah.com

দায়িত্ব বরের ওপর বলে শরীয়াতের ধারা ঠিক আছে, কেবল যদি বাড়াবাড়িটুকু না থাকতো। মিসরে বিয়ে করতে হলে আগে নিজ নামে বাসা, ফ্ল্যাট আছে কিনা তা প্রমাণ করতে হয়। বাপের বাসা থাকলে হবে না। নিজের কোন বাসা বা ফ্ল্যাট থাকলে তবেই বিয়ে রেজিষ্ট্রি হবে। নইলে নয়। সেখানেও যুবকেরা কনে পক্ষ থেকে কিছু নেওয়ার চিন্তাও করতে পারে না। বরং কনেকে দেবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে কনে এত সস্তা হলো কেন? ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশি বলে? আদমশুমারীতে তো নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান বলেই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। তবে কেন নারীকে যৌতুক আদায় করতে হচ্ছে। কারা নারীকে এত সস্তা করেছে? প্রথা ভাল হোক আর মন্দ তাতো সমাজেরই সৃষ্টি। কুপ্রথা প্রশ্রয় না পেলে তা আগাছার মত বাড়তো না। কে তাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়? এর উত্তর হচ্ছে মানুষের লোভ। কারণ অন্যেরটা নেবেন, কিন্তু অন্যকে দেবেন না? মেয়ে বিয়ে দিতে যৌতুকের আহার যোগাতে যে পিতা চিন্তাক্লিষ্ট তিনিই আবার নিজের পুত্রধনকে ভাল দামে যৌতুক আমদানীর পুঁজি হিসেবে ধরে রাখেন। বরের পিতা ভুলে যান যে, তার পুত্রের এই লিঙ্গভেদে তার কোন হাত ছিল না। বরং "তিনিই সেই সত্তা যিনি মায়ের পেটে তোমাদের সুরত নির্ধারণ করেন, যেভাবে তিনি চান (সূরা–আয়াত)। "সন্তান" পুত্র বা কন্যা হওয়ার মধ্যে পিতার কোন কৃতিত্ব নেই। অথচ বিয়ের সময় পুত্রের জন্য বাড়তি সুবিধা আদায় করতে যে ভাবসাব দেখান তাতে মনে হয় তিনি অনেক পরিশ্রম ও সাধনা করে এই সন্তান অর্জন করেছেন। এটা হলো কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে কৃতঘ্নতা।

মহান আল্লাহ বলেন : وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ

"(আর আমার শোকর কর, অস্বীকার কর না)।"

যদি যৌতুক লোভী পিতা একবার ভাবতেন যে, সে কনের বাপ হলে কি চাইতেন' তাহলে নিশ্চয়ই অনধিকার চার্চা করে যৌতুক চাইতেন না। মহানবী (সা) বলেছেন : أَحِبَّ لِأَخِيْكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ

"তোমারা নিজের জন্য যা পছন্দ কর তা তোমার ভাইয়ের জন্য পছন্দ কর (আল আদাবুল মাফরাদ)।"

কেবল এ হাদীসটি আমল করলে এই মুসলিম সমাজে যৌতুকের অভিশাপ থাকতো না। যৌতুকের মত অন্যায়ের সাথে যুক্ত নির্দয় লোভী লোকদের যদি সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়, তাহলে এ অপকর্ম থেকে তারা বেরিয়ে আসতে বাধ্য।

www.waytojannah.com

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না (আল কুরআন, ৫ :২)।

সূরা আয়াত"

আমরা বলি কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা। এ কথাটি বা এই ধারণাটি হচ্ছে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ধারণা। তখন কন্যাকে দায় বা অভিশাপ মনে করা হতো। আমাদের মুসলমান সমাজে আজ নারীকে সে রকম দায় মনে করা হচ্ছে বলেই আপদ বিদায় ঝামেলা (!) পোহাতে হচ্ছে। এ থেকে বের হয়ে আসতে হলে মুসলমান যুবক–যুবতীদের কান পেতে শুনতে হবে কুরআনের সেই আহবান।

কু–প্রথা একবার হয়ে গেলে তা থেকে বের হয়ে আসা সহজ নয়। তবে অসাধ্যও নয়। অশিক্ষিত ও অদক্ষ মেয়েকে চালাতে গেলে ঘুষের মত যৌতুক ছাড় তার মানবিক গুণের উৎকর্ষ সাধন করা যায় তাহলে সে সস্তায় যৌতুকের বলি হবে না। গার্মেন্টস–এর নারী শ্রমিক মেয়েটিও এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী। তার পেশাগত দক্ষতা তার জীবন চলার হাতিয়ার। গুণ ও দক্ষতা বাড়াতে পারলে যৌতুক আপনা থেকেই অপসৃত হবে।

মুসলিম যুবকদের আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি মহানবীর (সা)–এর অমোঘ বাণী : اَلْحَرِيْصُ مَحْرُوْمٌ

"অতি লোভী বঞ্চিত থাকে (আত্ তারগীব)।"

যৌতুক নিয়ে কেউ কোনদিন বড়লোক হতে পারেনি। সে দাম্পত্য জীবনে সুখী হয়নি। কারণ বিবাহ একটি পবিত্র সম্পর্ক যা একটি বাক্য দিয়ে গড়া তার মধ্যে এই বিদ্'আত সম্পৃক্ত হলে বরকত উঠে যায়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যৌতুক না দেওয়ার জন্য নয় বরং আরও বেশি কেন দেওয়া হলো না সে জন্যই দাম্পত্য কলহ লেগে থাকে। কারণ যৌতুক যে নৌকার চড়নদার তার মাঝি হয় শয়তান।

যৌওতুকের বিরুদ্ধে এখন কড়া আইন আছে। কিন্তু আইনের চৌকাঠে পৌঁছতে পারে কয়জন, বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। আইন ও বিচার শেষ আশ্রয়। তবে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেলে যৌতুকের শিকার বধূটির সাহায্যে এগিয়ে আসবে তারই পড়শী। এভাবেই লোকাল ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে।

www.waytojannah.com

যৌতুকের কারণ হচ্ছে, আমরা নারীকে সস্তা পণ্য বানিয়ে ফেলেছি। নারী যদি সমাজে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে অন্যান্য মুসলিম দেশের আমাদের দেশেও যৌতুক থাকবে না। মূলত এই যৌতুকটা এদেশে সংক্রমিত হয়েছে সহাবস্থানকারী হিন্দুধর্ম থেকে। হিন্দু কন্যা সন্তান বাবার সম্পত্তিতে ভাগ পায় না। তাই যা দেবার বিয়ের সময় দিয়ে দেয়। ঘটিবাটি, আয়না-চিরুনী কোন কিছু বাদ যায় না। এজন্যই অভিধানে বলতেই হিন্দুকন্যার সহযোগী সহযাত্রী সম্পদকে বুঝায়। কিন্তু ইসলামী সমাজে কনা সন্তানও মাতাপিতার সম্পত্তিতে ন্যায্য হিসসা পায়। কাজেই এখানে যৌতুক না থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। যৌতুক নেওয়া একটি সুস্পষ্ট যুলুম। আল্লাহ অত্যাচারীদের ভালবাসেন না। এটি একটি সামাজিক অনাচার।

মহানবী (সা) বলেছেন : "যদি কেউ কোন কোন গর্হিত কাজ হতে দেখে সে যেন শক্তি দিয়ে বাধা দেয়, তা না পারলে বক্তব্যের মাধ্যমে তাকে বাধাদানের চেষ্টা করবে। আর তাও না পারলে অন্তরে ঘৃণা করবে। এটাতো দুর্বলতম দমান।" (সহীহ আল-বুখারী) আমরা যদি ঘৃনাও করতাম তাহলে কখনও ঐ বিয়েতে কোনভাবেই অংশগ্রহণ করতাম না। তাহলে বুঝতে হবে আমাদের ঈমানের অবস্থান কোন জায়গায়?

যৌতুকের জন্য বর, তার পিতা, তার মাতা প্রমুখ আত্মীয়রাই কনের ওপর চাপ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে এক উম্মাহ চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। মুসলমান এক অন্যের ভাই বা বোন। ভ্রতৃত্বের আবেদন হচ্ছে পরস্পরকে দায়মুক্ত রাখা। কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার অসহায় আকুতি দেখে আমাদের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা উচিৎ। সমাজে অনেকে আছে অতি সাধারণ খরচও করতে না পারার কারণে মেয়ে বিবাহ দিতে পারছে না।

পরিশেষে একটি মানবিক বিষয়ের কথা বলতে চাই। বর-কনের বিবাহ সাধারণত যে বয়সে হয় তখন তার সবেমাত্র লেখাপড়া শেষ করে চাকরি তালাশ করছে অথবা চাকরিতে ঢুকেছে। এ সময় তাদের হাতে পর্যাপ্ত টাকা থাকার কথা নয়। অথচ দাম্পত্য জীবন শুরু করতে ঘর গ্রহস্থালির অনেক জিনিস উপহার দেন তাহলে তাদের সুবিধা হয়। মাতাপিতা বা উপযুক্ত বড় ভাইবোন বা দায়িত্বশীল আত্মীয়গণ এ সময় দু'একটা করে প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার দিলে বরকনের উপকার হয় এবং যুবক-যুবতীর বিবাহের ধকল কমে যায়। কিন্তু যদি এটা জবরদস্তিমূলক বা সাধ্যের উপর বোঝা চাপানো হয় তাহলে সেটা না জায়িয। সহজ সরল জায়িযের পথ বন্ধ হলেই নাজায়িযের পথে ডুব মারে।

www.waytojannah.com

হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)–এর অভিভাবক হিসেবে মহানবী (সা) হযরত আলী (রা)–এর বর্ম বিক্রি করা অর্থ দিয়ে বিবাহের যে ইন্তিজাম করেছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী জিনিসও ছিল।

কাজেই অতি নিরামিষভোজী হয়ে মেয়েকে কিছুই না দিয়ে পিতা যদি তৃপ্তির ঢেকুর ছেড়ে বলেন যে, আমার মেয়ের বিয়েতে 'তুচ্ছাও' দেয়নি–এই আত্মশ্লাঘা ঠিক নয়। অথবা অনেক কিছু দিয়ে সমাজে যদি বলে বেড়ায় যে, আমার মেয়েকে হাজারটা জিনিস বোঝাই করে দিয়েছি। এই আহ্লাদি হওয়াটাও বেহায়াপনা ছাড়া কিছু নয়। কিছু না দিলেও বিয়ে হবে, স্বেচ্ছায় অনেক কিছু দিলেও দোষ নেই। কুরআন হাদীসে কোথাও বলা নেই যে, কেউ তার মেয়েকে বা মেয়ের জামাইকে অত পরিমাণের চেছে বেশি দিতে পারবে না।

বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত যৌতুক হলো একটি কুপ্রথা। এটি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। একদিনে যাবেও না। দেখতে হবে এর কুফল কি, এর থেকে বাঁচার উপায় কি? যেমন ধরুন, কারো কোন কারণে কোন সমস্যা হলে তার উপসর্গ হিসাবে জ্বর দেখা দেয়। জ্বর কী অসুবিধার কারণে দেখা দিয়েছে তার এলাজ করাই রোগ নিরাময়ের সঠিক পন্থা।

এক্ষেত্রে দারিদ্য, লোভ, নারীর প্রতি অবজ্ঞা, সামাজিক অবিচার ইত্যাদি আর্থসামাজিক কারণে যৌতুকের জ্বর দেখা দিয়েছে। জ্বর হলে যেমন বমি হয়, গায়ে ভ্যথা হয় ইত্যাদি। তেমনি যৌতুকের জ্বরের কারণে কনে নির্যাতিত হয়, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, অনেক কনে আত্মহত্যা করে, কন্যাপক্ষ সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয় ইত্যাদি।

এবার আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে যৌতুককে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাব :

যে কারণে যৌতুক হয়

দারিদ্র : দারিদ্র পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করতে যুবকেরা কোন আকর্ষণ অনুভব করে না। অথচ মহানবী (সা) কলেছেন :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِدِينِهَا وَإِذَا وَجَدْتَ الدِّينَ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

"সাধারণত যুবতীদের বিয়ে হয় তার সম্পদ দেখে, তার সৌন্দর্য ও বংশ দেখে। তবে যদি তার দীনদারী পাও তাহলে দীনদার মহিলাকে অগ্যাধিকার দেবে (আবু দাউদ)।"

মহানবী (সা) বলেছেন : اَلْفَقْرُ فَخْرِيْ "দারিদ্র্য আমার অহঙ্কার (তিমিযী)।"

"মহান আল্লাহ বলেন, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে সম্মানিত যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু (আল কুরআন, ৪৯ : ১৩)।"

ধনী বা গরীব হওয়া কোন স্থায়ী বিষয় নয়। ধনীও গরীব হতে পারে, গরীবও আবার ধনী হয়ে যেতে পারে।

কাজেই কোন যুবক যদি দারিদ্র্যের কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করার জন্য যৌতুক চায় তাহলে সেটা মরার উপর খাঁড়ার ঘা হবে। দারিদ্র্যের মত অস্থায়ী বিষয়ের প্রতি না তাকিয়ে স্থায়ী গুণাবলির দিকে তাকাতে হবে। মহানবী (সা) বলেছেন : "বিবাহ করলে রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়।"

অশিক্ষিত থাকা

কনের দাম কম থাকে যখন সে অশিক্ষিত হয়। কাজেই অভিভাবক যদি তার কন্যাকে লেখাপড়া শেখায়, বৃত্তিমূলক ট্রেনিং দেয় এবং স্বাবলম্বী হতে শেখায়, তাহলে সেই কনেকে সম্পদ মনে করে যৌতুক ছাড়াই বিবাহ করতে যোগ্য বর এগিয়ে আসবে বৈকি। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই হতে পারে সবচেয়ে ভাল যৌতুক। মহানবী (সা) একবার এক দরিদ্র্য সাহাবীকে উপদেশ দেন যেন আত্মকর্মসংস্থান আছে এমন পাত্রী বিবাহ করে। তখন ঐ সাহাবী হাতের নকশী কাজ জানা একজন মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তার দারিদ্র্য দূর হয়ে যায়। (সূত্র : বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে একজন আল-আযহারী মুহাদ্দিস শিক্ষকের বক্তব্য) যারা নারী শিক্ষার বিরোধী তারা ইসলামের শত্রু।

যুবকদের বেকারত্ব

যুবকটি বেকার। তারই সে বিয়ের খরচাপাতি মেয়ের বাবা থেকে নিতে চায়। সে দরিদ্র তাই ঘরের চাল টিনের করার জন্য কয়েক বান টিন চান। তার চাকরি নেই, তাই সে কিছু নগদ টাকা চায়। চাইলে পায়, তাই চায়। মূল কারণ তার

চাকরি বা কর্ম নেই। যুবকটি বেকার কেন? কারণ, সে বি.এ., এম.এ.পাশ করে সরকারি চাকরির অপেক্ষা করছে। তার চোখ বেসরকারি চাকরি, আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজের দিকে নিবদ্ধ নয়। সে নিজেকে বিশেষ কোন কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেনি। দ্বিধাগ্রস্ত–বিদেশে পাড়ি জমাবে, না কি দেশে চাকরি জোগাড় করবে। এদিকে মেঘে মেঘে অনেক বেলা। বিয়ের বয়স হয়ে গেছে বেশ ক'বছর আগে। এ সময় তার কানে ওয়াসওয়াসার ফিসফিসানী আসতে শুরু করছে, অমুকখানে অমুকের একটি মেয়ে আছে। 'দেখতে বড়ই সুন্দরী'। যৌতুকও দেবে এত এত। তখনই কর্মীর হাত হয়ে যায় যৌতুকের হাত (ভিক্ষার হাত)।

মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

"আর আপনি বলুন (হে রাসূল!) কাজ করে যাও, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের কাজকে দেখবেন। তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও দেখবেন, (আল কুরআন, ৯ : ১০৫)।

"এখানে দেখবেন অর্থ' কর্মের প্রতিদান দেবেন। যুবকদের চাকরির পেছনে না ঘুরে হাতে যেকোন কাজকে উৎসাহিত করার জন্য মহানবী (সা) বলেছেন : "যে হাত কর্মময়, আল্লাহ সে হতাকে ভালবাসেন।" ভিক্ষাপ্রার্থী সাহাবীকে মহানবী (সা) তাঁর কম্বল বেঁচে কুঠার কিনতে বলেন। নিজের শেষ সম্বল কম্বলখানা বেচা পয়সার প্রতি মায়া হবে। কাঠের হাতল মহানবী (সা) নিজে সরবরাহ করেছেন। এটা সরকারি সাহায্য। কোন যুবক যদি কাজ করতে চায়, কাজের অভাব নেই। অভাব শুধু মনোবল ও দৃষ্টিভঙ্গির। শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারলে যুবক বেকার থাকবে না এবং অন্যের কামাইকে যৌতুকের মোড়কে ভোগ করতেও ঘৃণাবোধ করবে। কারণ কর্মজীবি মানুষের আত্মসম্মানবোধ থাকে, যা বেকার যুবকের থাকে না। অধিকাংশ বেকার যুবকের মিথ্যা আত্মসম্মানবোধ থাকে, যা বেকার যুবকের থাকে না।অধিকাংশ বেকার যুবক মিথ্যা আত্মঅহমিকায় ভোগে। আর যে ব্যক্তি উভয় প্রকারের সন্তানের জন্য সমভাবে খুশী হয় সে কখনও অন্যের মেয়ের নিকট যৌতুক দাবী করে তাকে ছোট করতে পারে না।

আমাদের সমাজে একটি বিকৃত মানসিকতা জেঁকে বসেছে। কন্যা হলেই তাকে বিবাহ দেওয়ার সময় যৌতুক দিতে হবে–এই ভাবনায় ছোটবেলা থেকেই

তার জন্য মা-বাবার আর্থিক প্রস্তুতি চলে। অথচ এটা মু'মিনের ঈমানের আবেদনের বিপরীত। যার ঈমান ও আমল উত্তম সে-ই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা হতবল হয়ো না, চিন্তাক্লিষ্ট হয়ো না। আর তোমরাই তো বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, (আল কুরআন, ৩ :১৩৯)।"

সব কনের বাপেরা যদি শিরদাঁড়া সোজা করে থাকে তাহলে বরের বাপেরা যাবে কই?

বিদ'আত

মহানবী (সা) আমাদের আদর্শ। এক সাহাবী বলেছেন :

"মহানবী (সা) আমাদেরকে এক উজ্জ্বল প্রমাণিত সত্যের ওপর রেখে গেছেন, যার রাতও দিনের মত। তিনি আমাদের সব শিখিয়ে গেছেন, এমনকি কিভাবে পায়খানা-পেশাব করতে হবে।"

তাই বিবাহের ব্যাপারেও মহানবী (সা)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামী শরীয়াতে কেবল স্বামী মোহর দিবে স্ত্রীকে। কিন্তু আমাদের দেশে একটা নামকা ওয়াস্তে মোহরানা ধার্য করা হয়। কিন্তু নগদে যৌতুক আদায় করতে হয় কন্যাপক্ষ থেকে। এটা সুস্পষ্ট একটি বিদ্'আত। মহানবী (সা) বলেছেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যা আমাদের এই ধর্ম থেকে উৎসারিত নয় এমন অভিনব কিছু প্রথার অনুপ্রবেশ হলে তা প্রত্যাখ্যাত, (সহীহ বুখারী)।" তিনি আরও বলেন :

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"সব কুপ্রথা হচ্ছে বিভ্রান্তি। আর সব বিভ্রান্তির শেষ ঠিকানা হচ্ছে দোযখ, (সহীহ মুসলিম)।"

যৌতুক একটি বিদ্'আত। কোন মুসলমান তাতে কোনভাবেই সম্পৃক্ত হতে পারেন না। বর হিসেবে এ বিয়ে কবূল করবে না, কনে হিসেবে সম্মতি দেবে

না। 'কাজী হিসেবে হিবাহ পড়াবে না এবং দাওয়াতী হিসাবে এ বিয়ের অলিমা খাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰي وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা পরস্পরকে ভাল ও সংযমের কাজে সহযোগিতা কর, তবে পাপ বা সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না, (আল কুরআন, ৫ :২)।"

যুলুম

যৌতুক যুলুমের হাতিয়ার। যেমন সুদ হচ্ছে শোষণের হাতিয়ার। যৌতুক কোন স্বাভাবিক আচরণ নয়। এটা বরের পক্ষ থেকে কনের ওপর এক আর্থিক ও মানসিক নির্যাতন। মহানবী (সা) বলেছেন।

كُلُّ ظُلْمٍ حَرَامٌ

"যে কোন যুলমই হারাম।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"যে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে সে তাদেরই সে তো নিজের উপরই যুলুম করে।"

কথায় বলে, ব্যবহারে বংশের পরিচয়। যৌতুক বিষয়টি হচ্ছে–আত্মীয়তা ও মিলনের পথে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ছন্দপতন। যে মুহূর্তে কেবল একটি কালেমা পড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতি দু'টি পরিবার আত্মীয় হতে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের ভাল দিকটা দেখাবার জন্য ব্যস্ত। দূরকে কাছে টানার প্রতিযোগিতা সম্পর্ককে গভীর থেকে আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা। ঠিক সে সময় যৌতুক যেন ১ মণ দুধে ১ ফোটা চনা (গো–মূত্র)। অনুরাগের সূচনায় বিরাগের বিউগল। শাদী মুবারকের শুরুতেই অসৌজন্যমূলক কাজ। এ হচ্ছে ভদ্রতার মজলিসে অভদ্রতার বেয়াড়া আচরণ। ভদ্রলোক যৌতুকের কথা মুখেই আনতে পারেন না। তাই যৌতুক অভদ্রতার কলঙ্ক তিলক।

www.waytojannah.com

অন্য ধর্মের অনুকরণ

যৌতুকের উদ্ভব হয়েছে এ জনপদের অন্য ধর্মের প্রথা থেকে। সে ধর্ম পিতার সম্পত্তিকে কন্যার অধিকার না থাকায় বিয়ের সময় যৌতুক দিয়ে তা পুষিয়ে দেয়ার একটা চেষ্টা থাকে। এখানে মুসলমানরা অন্য জাতির অনুকরণ করতে গিয়ে যৌতুকের কারবার করছে। মহানবী (সা) বলেছেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে বক্তি কোন বিজাতির অনুকরণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভক্ত (আস সিহাহ)।" নিজধর্মের বিধি বিধান ও এর সৌদর্য যে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় সে–ই অন্যের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। নানা অপসংস্কৃতির মত এই যৌতুকও আমাদের সমাজ দেহে অনুপ্রবেশ করেছে।

মিল–মহব্বতের অন্তরায়

যৌতুক হচ্ছে ভালবাসার চাদরে তুষের আগুন। ক্ষণে যৌতুকের ধুমায়িত আগুন ভালবাসার মায়াবী জালকে জ্বালিয়ে দেয়। এ জন্যই বিবাহ–বিচ্ছেদ, আত্মহত্যার মত দুঃখজনক পরিণতি নেমে আসে দম্পতির জীবনে। সন্তানের উপরও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

সঠিক পাত্রী নির্বাচনে বিভ্রান্তি

পাত্রী নির্বাচনে বিভিন্ন মানদন্ড থাকে। শিক্ষা, সৌন্দর্য, বংশ পরিচয়, সম্পদ ইদ্যাদি বিবেচনায় আনার কথা থাকলেও যৌতুক যখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে যায় তখন পাত্রীর গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

অথচ মহানবী (সা) বলেছেন :

"তোমাদের ভবিষ্যৎ' প্রজন্মের জন্য পাত্রী নির্বাচন কর, (ইবনে মাজাহ)।" কিন্তু এসব বাদ দিয়ে কেবল যৌতুকের দিকে তাকানোর ফলে বাস্তব জীবনে মিল হয় না এবং দাম্পত্য কলহ লেগে থাকে।"

তাই যৌতুক একটি অভিশাপ। অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

আট : স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার

ইসলাম আমাদেরকে একটি দায়িত্বশীল সমাজের নির্দেশনা দেয়। কিন্তু নিজ দায়িত্ব ভুলে গিয়ে কেউ যখন আইন ও ইনসাফকে প্রভাবিত করে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চায় তখনই বিঘ্নিত হয় সমাজের ভারসাম্য ও সামাজিক সুবিচার।

ধরা যাক, কেউ চাকরিদাতার আসনে বসে যোগ্যতার নিরিখে নিরপেক্ষ বিচারে প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে যদি যোগ্যতর প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতার প্রার্থীকে বাছাই করে, তখন আমারা বলি এটি স্বজনপ্রীতি হয়েছে। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি দুর্নীতি। চাকরি প্রার্থীদের বেলায় এবং সরকারি বেসরকারি সংস্থায় সুযোগ-সুবিধা লাভের বেলায় এ ধরনের দুর্নীতি অহরহই হচ্ছে। আর তাই স্বজনপ্রীতির মূল্যায়নে যারা চাকরি লাভ করে তাদের অধিকাংশই অযোগ্য হয়ে থাকে এবং তাদের কোন সংকল্প বা প্রতিশ্রুতি থাকে না। অফিস আদালতের কর্মকাণ্ডে বিরাজমান অন্ত সারশুণ্যতার জন্য এই ক্ষমতার অপব্যবহারই দায়ী। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকা ব্যক্তিদের মন সব সময় ম্রিয়মাণ থাকে। আমাদের সমাজে এই ধরনের দুর্নীতিকে অনেকে এখন মন্দ ভাবতেও নারাজ।

অথচ এই স্বজনপ্রীতি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, لَا مَحَابَةَ فِي الْإِسْلَامِ "ইসলামে কোন স্বজনপ্রীতি নেই।" আরেকটি বিখ্যাত হাদীসে আছে– ফাতেমা নামের একজন মাখজুমিয়ান নারী চুরি করায় তার হাত কাটার শাস্তি নির্ধারিত হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)–এর খুবই স্নেহের উসামাহ বিন যায়েদকে সুপারিশকারী ধরা হয় যেন তিনি এই উচ্চবংশীয় মহিলার হাত কাটার শাস্তি মওকূফ করার জন্য সুপারিশ করেন। উসামাহ (রা) কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা)–এর নিকট তুলতেই তিনি রাগে লাল হয়ে বললেন,

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟

"তুমি কি আল্লাহ্‌র দণ্ডবিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ" আল্লাহ্‌র কসম! যদি ওই ফাতেমা না হয়ে আমার কন্যা ফাতেমাও অপরাধী হতো আমি তার হাত কেটে দিতাম" (বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ)।

কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিচারক, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশাজীবী যে যেখানেই থাকুক সকলেরই ক্ষমতার আমানত রক্ষা করা প্রয়োজন। কোন শিক্ষক যদি পরীক্ষায় তার স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীকে নকল করতে সহায়তা করে বা প্রশ্রয় দেয় তাহলে সেটি স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার আমানতের খেয়ানত। তেমনি কোন নিয়োগকর্তা যদি নানা ছল-চাতুরীর মাধ্যমে নিজের স্বজনকে নিয়োগ করে–অন্য যোগ্যতর প্রার্থীকে বাদ দিয়ে দেয়, তাহলে তাও স্বজনপ্রীতি এবং আমানতের খেয়ানত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ "যার আমানতদারী নাই তার কোন ঈমান নাই" (দেখুন, আল্-মুনযেরী, আত-তারগীব, খ.১, পৃ.২৮০, হাদীস নং-৮২০)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"জেনে রাখ! তোমরা সবাই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব দিতে হবে।" (বুখারী)।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় বিচার ও ক্ষমতার আমানত রক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে আদায় করতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার বা শাসন-প্রশাসন করবে তখন ন্যায়পরায়তার সাথে বিচার বা শাসন-প্রশাসন করবে" (আল-কুরআন, ৪:৫৮)।

ইসলাম বিচারের ক্ষেত্রে স্বজনের সাক্ষ্যকেও গ্রহণ করে না। ইতিহাসের একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। আলী (রা) তাঁর তলোয়ার চুরির জন্য একজন ইহুদীকে অভিযুক্ত করেন এবং তার পক্ষে নিজের পুত্র হাসান (রা)–কে সাক্ষী মানেন। তখন বিচারক শুরাইহ (র) পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন

না। তিনি ইহুদীকে বেকসুর খালাস দিলেন। এই নিরপেক্ষ ও নিরাবেগ বিচার দেখে ওই চোর তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই হচ্ছে নিরপেক্ষতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

যারা ক্ষমতার অপব্যবহারের শিকার হয় এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তারা মাযলূম। আর মাযলূমের দু'আ আল্লাহ্‌র কাছে অতি দ্রুত কবুল হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ . فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

"মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ তার দু'আ ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন অন্তরাল নেই" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসা'ঈ)। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ . وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا . فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ

"মজলুমের দু'আ কবুল হয় যদিও সে হয় পাপী, তার পাপ তার উপর বর্তাবে না। "(কিন্তু তার দু'আ কবুল হয়ে যাবে)" (সঙ্কলন করেছেন আহমাদ, দেখুন, আল্-মুনযেরী, আত-তারগীব, খ.৩, পৃ.২০২, হাদীস নং-৩৩১৪)।

কাজেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোন মযলুমের লক্ষ্যবস্তু না হওয়ার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে। আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করে থাকি যে, নিজ গোত্রের বা নিজ পার্টির কেউ দোষ করলে তা ঢাকার জন্য অথবা অপরাধ করলে তার শাস্তি বানচাল করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যাই। এটাও একটা দুর্নীতি। এটা সুবিচারের পথে বাঁধা। এ সম্পর্কে একটি হাদীস ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাব আল-মুফরাদ' গ্রন্থের অনুচ্ছেদ-১৮৭-তে উল্লেখ করেছেন,

عَنْ فُسَيْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ . قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِيْنَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى ظُلْمٍ قَالَ نَعَمْ

"ফুসায়লা (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন অন্যায় কাজে নিজ গোত্রের কাউকে সহায়তা দেওয়া কি নিষিদ্ধ স্বজনপ্রীতির শামিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ"।

ক্ষমতার অপব্যবহার তথা সিদ্ধান্তে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করা প্রসঙ্গে 'উয়ূনিল আখবার' গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত আছে:

ইসহাক ইব্ন রাহুবিয়া (র) বর্ণনা করেন, আমাদের কাছে এক কুরায়শ মহিলার বিষয় আলোচনা হয়। তার ও একজন পুরুষের মধ্যে একটি বিষয়ে বিবাদ চলছিলো। লোকটি মহিলার বিরুদ্ধে উমর (রা)–এর নিকট অভিযোগ উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল। এটা জেনে মহিলা উমর (রা)–কে একটি উটের রান উপহার দিল। এরপর সে লোকটির কিরুদ্ধে উমর (রা)–এর নিকট অভিযোগ করল। উমর (রা)–বিচারে রায় দিলেন ওই মহিলারই বিপক্ষে। তখন মহিলাটি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের মধ্যে বিচারে এমনি ফয়সালা করুন যেমনিভাবে উটের রানকে ফয়সালা বা বিচ্ছিন্ন করা হয়। তখন উমর (রা) তার বিপক্ষেই রায় বহাল রাখলেন এবং বললেন: খবরদার! উপহার গ্রহণের ক্ষেত্রে তোমরা সতর্ক থাকবে" তারপর ঘটনাটি তিনি উল্লেখ করেন (ইবন কুতাইবাহ্ আদ-দীনাওয়ারী, 'উয়ূনুল আখবার, খ.১, পৃ.৫২)

রাবী ইবন যিয়াদ আল-হারেসী বর্ণনা করেন, তিনি উমর (রা)–এর নিকট আগমন করে তাঁর ভাবভঙ্গি ও ফ্যাশন বেশ পছন্দ হলো। এ সময় উমার (রা.) তাঁর খাবার একটু সাদামাটা হওয়ার কথা উঠালেন। তখন রাবী বললেন, ইয়া আমীরাল মু'মিনীন! সবার চেয়ে উত্তম খাবার, উত্তম পোষাক আর উত্তম বাহন ব্যবহারের বেশী হকদার তো আপনিই। তখন উমর (রা) খেজুরের একটি ডাল দিয়ে তার মাথায় বাড়ি মারলেন আর বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি একথা বলে আমার স্বজনপ্রীতি অর্জনের চেষ্টাই করেছ, তবে হ্যাঁ আমি মনে করি তোমার মধ্যে অনেক কল্যাণ আছে। আমি এই জনগণের সাথে আমার উপমা তোমাকে বলছি, শোন! মনে কর একটি যাত্রীদল সফরের সময় তাদের সব ভোগ্যপণ্য ও খরচাদি তাদের একজনের দায়িত্বে সঁপে দিয়ে বলল, এগুলো আমাদের জন্য খরচ করবে। এ অবস্থায় ওই লোকটি কি তাদের চেয়ে একটু বেশি ভোগ করতে পারে? রাবী' বললেন, "না" (প্রাগুক্ত)। ক্ষমতার অপব্যবহার না করার ক্ষেত্রে এই উদাহরণের চেয়ে আর বড় কী হতে পারে।

ন্যায় নিষ্ঠ মুসলিম শাসক ও তাদের কর্মচারীরা মনে করত তারা জনগণের সম্পদের পাহারাদার মাত্র। কিন্তু আজ আমরা কী দেখতে পাই! মনে হয় "শুটকির নৌকা পাহারা দিচ্ছে বিড়াল চড়নদার।"

যারা আজ স্বজনপ্রীতি করে আল্লাহ্র ক্রোধ আর বান্দাহর বদ দু'আয় নিপতিত হচ্ছে তাদের জানা উচিত কিয়ামতের সেই দৃশ্য কী ভয়ানক! আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

www.waytojannah.com

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ . يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

"যখন কিয়ামতের মহানাদ উপস্থিত হবে সেদিন মনুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে এবং তার মা, বাবা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে, সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে" (আল-কুরআন, ৮০:৩৩-৩৭)।

যেই স্বজনদের জন্য চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, সন্ত্রাস তথা সকল দুর্নীতি করে মানুষ অর্থ-বিত্তের পাহাড় গড়ছে তারা রোজ কিয়ামতে কোন কাজেই আসবে না।

মনের দিক থেকে আলোকিত না হলে স্বজনপ্রীতি তথা ক্ষমতা অপব্যবহারের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয় না। এজন্য মহান আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসের মাধ্যমে মনে ইমানের আলো বাড়াতে হবে এবং ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল 'ইবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য।

আল্লাহ্ আমাদেরকে দায়িত্বশীল হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

www.waytojannah.com

নয়. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা

বিত্তবান হওয়া ইসলামে মানা নেই। আবার দরিদ্র থাকাকেও ইসলাম উৎসাহিত করে না। ইসলাম যার যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নে সচেষ্ট থাকার অনুপ্রেরণা দেয়। কিন্তু যখনই মানুষ বিত্ত-বৈভব, ধন-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতায় লেগে যায় তখনই দুনিয়া তাকে গ্রাস করে ফেলে এবং সে আখেরাতের কথা ভুলে যায়। ইমানের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে শয়তান মানুষকে গোমরাহ করে দেয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ "অর্থ-বিত্তের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে" (আল-কুরআন, ১০২:১)। এই যে সম্পদের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ তা মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا "আর তোমরা অর্থ-বিত্তকে অতিশয় ভালবাস" (আল-কুরআন, ৮৯:২০)।

দুনিয়ার ঐশ্বর্যকে মানুষের কাছে অতিশয় আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা হয়েছে। মানুষের মনকে এইসব জিনিস বড় বেশি টানে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে নারীর প্রতি আসক্তি, সন্তানের প্রতি মায়া, স্বর্ণ-রৌপ্যের রাশি-রাশি ভাণ্ডার, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং খেত-খামারের প্রতি ভালবাসা। এ সব হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল" (আল-কুরআন, ৩:১৪)।

এ কারণে আমরা দেখতে পাই, পরনারীর প্রতি আসক্তি কত ঘর ভেঙ্গে দেয়। সন্তানের ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্খায় অনেকেই অনৈতিক উপায়ে অর্থ

www.waytojannah.com

উপার্জন করে, শত-শত ভরি অলঙ্কার, কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা জমানোর পরও এর পরিমাণ আরও বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত থাকে মানুষ। আকর্ষণীয় ঘোড়া তথা আজকের দিনে নতুন মডেলের দামী দামী গাড়ি কেনার প্রতিযোগিতা এবং অতৃপ্তি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গবাদি পশু তথা হরিণ, ময়ূর পাখী থেকে শুরু করে পালিত পশুর পালের বহর বৃদ্ধি করা এবং বিদেশী জাতের কুকুর-বিড়াল উচ্চমূল্যে সংগ্রহ করে পালা হচ্ছে। কোথাও কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত ফল-ফসলের বাগান আর নয়নাভিরাম উদ্যানের প্রতিযোগিতা চলছে। এসব মানুষের চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এক পর্যায়ে এইসব সম্পদকে জীবনের সকল সাফল্যের মাপকাঠি মনে করতে থাকে কিন্তু এসব কিছুই যে আসলে ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-সম্ভোগ তা বেমালূম ভুলে যায়। এই সব স্বপ্ন বিলাসকে চরিতার্থ করার জন্য এক সময় মানুষ হন্যে হয়ে ওঠে এবং পরকালকে ভুলে যায়। তখন অন্যায় পথে অবৈধ উপায়ে তা অর্জন করার এক অশুভ প্রতিযোগিতায় মেতে থাকে। তাদের উদ্দেশে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে বলেছেন, উত্তম ঠিকানা তো আল্লাহ্রই কাছে।" পরের আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা গাফেল মনকে নাড়া দেওয়ার উদ্দেশে বলেন,

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

"বলুন, হে রাসূল! আমি কি তোমাদেরকে এই সব বস্তু হতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব? যারা সংযত হয়ে চলে (তাক্ওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করে) তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণএবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মহাসন্তুষ্টি। আল্লাহ্ বান্দাহদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা" (আল-কুরআন, ৩:১৫)।

উল্লিখিত দু'টি আয়াতে জাগতিক মোহের কুহকী টান এবং এ থেকে নিজেকে সামলে রাখা লোকদের পুরস্কার হিসেবে বেহেশতের চিরায়ত সুখ এবং মহান প্রভুর সন্তোষ লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

এই বিত্তের বহুমাত্রিক প্রভাব সামাজিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিতে দিতে এক সময় তা হয়ে যাবে কেয়ামতের আলামত। এ প্রসঙ্গে আমরা বিখ্যাত

হাদীসে জিবরাঈল উল্লেখ করতে পারি। জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট কিয়ামতের কিছু আলামত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন,

أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي بُنْيَانِ

"যখন দাসী বা চাকরানী মহিলা জন্ম দেবে তার ওপর প্রভুত্বকারীর এবং যখন দেখবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন হতদরিদ্ররা উঁচু উঁচু বিল্ডিং বানাতে প্রতিযোগিতা করবে।"

সত্যিই কিয়ামতের আলামত সমাগত। নীচ ও ছোটলোকরা আজ সর্দারি করছে। যার পায়ে জুতা, গায়ে জামা ছিল না সে আজ হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের প্রতিযোগিতায় সকাল-সন্ধ্যা মশগুল। এই গগণচুম্বী আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আরও টাকা চাই, তা যেভাবেই হোক। এভাবে যারাই নিজের সাধ্যের সীমার বাইরে উচ্চাভিলাষী হয় তারাই এক পর্যায়ে নীতি-নৈতিকতার মাথা খেয়ে অর্থউপার্জনের চেষ্টা করে। ঠিক তখনই উন্মোচিত হয় দুর্নীতির অভিশপ্ত দুয়ার। একটি পাপ আরেকটি পাপের পথে নিয়ে যায়। অর্থ-বিত্তের এই মায়া মরীচীকার পেছনে দৌড়াতে থাকে দুনিয়াদার মানুষ। কেবল মৃত্যু অথবা অপঘাত এসে তার এই মোহ ভঙ্গ করে।

সম্পদ, সন্তান আল্লাহ্‌রই নিয়ামত। কিন্তু এ সবের জন্য পাপের পথে পা বাড়ালেই বিপর্যয় ঘটে। এই চিরসত্য কথাটি মহান আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তো একটি ফিত্‌না" (আল-কুরআন, ৬৪:১৫)। ফিত্‌না অর্থ বিপর্যয়। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা। বস্তুত বিপদে ফেলে যখন পরীক্ষা করা হয়ে তখন এটাকে বলে ফিত্‌না। এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়াও একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। আবার এই সম্পদ ও সন্তানই মানুষের ইহ-পারলৌকিক সাফল্যের সহায়ক। তাই সম্পদ ও সন্তানের জন্য দু'আ করার বিধান রয়েছে। ইবরাহীম (আ) কে সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছেন– فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ "তখন আমি তাঁকে একটি স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম" (আল-কুরআন, ৩৭:১০১)। আবার খিযির (আ.)এর ঘটনায় তিনি একটি যুবককে হত্যা করলেন– আল্লাহ্‌র হুকুমে, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ

"খিদির ও মূসা (আ) চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তাদের সাথে একটি বালকের সাক্ষাত হলে তিনি তাকে হত্যা করলেন....." (আল-কুরআন, ১৮:৭৪)। এর কারণ তিনি বলেছিলেন,

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

"আর কিশোরটি (হত্যা করলাম এ জন্য যে) তার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচারণ ও কুফুরির দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে। তারপর আমি চাইলাম যে তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে ওর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্টতর" (আল-কুরআন, ১৮:৮০-৮১)।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েই খিযির (আ) ওই কাজটি করেছিলেন। এর মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হলো যে, সন্তান কখনও সৌভাগ্য আবার কখনও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে। সন্তানকে সাধ্যের বাইরে ব্যয়বহুল স্কুল-কলেজে পড়াবার জন্য অনেকে অসদুপায় অবলম্বন করে অর্থ-বিত্ত হাসিল করে। কিন্তু এর পরিণাম শুভ হয় না।

যারা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করে এবং এই সম্পদকেই তার সাফল্যের মাপকাঠি মনে করে তাদের এই মনোভাবকে নাকচ করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণণা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে; কখনও না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় (জাহান্নামে)" (আল-কুরআন, ১০৪:১-৫)।

সম্পদ যে অমরত্ব দিতে পারে না তা অনেকে বিশ্বাস করতে পারে না। আর এই সম্পদের পাহাড় গড়ার কাজেই জীবন পার করে দেয়। কখনও এই সম্পদের কোন ক্ষতি হলে তার অস্থিরতা বেড়ে যায়। হাপিত্যাশ করতে থাকে।

www.waytojannah.com

কিন্তু যখন প্রভূত সম্পদ হাতে এসে যায় তখন মানুষের কল্যাণে তা ব্যয় করে না। কেউ সমাজ কল্যাণমূলক কাজে টাকা চাইলে সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে দেয়। এই যে সম্পদের জন্য মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ তা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হা-হুতাশকারী আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ" (আল-কুরআন, ৭০:১৯-২১)।

যে অর্থ-কড়ি ও সম্পদের জন্য মানুষ অহর্নিশী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে, যে সম্পদের মোহে পড়ে মানুষ জীবন ক্ষয় করে দেয় তার কতটুকু সে ভোগ করতে পারে? এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"আব্দুল্লাহ ইবন আশ-শিখ্যির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট বসে দেখি তিনি পড়ছেন: "আলহাকুমুত তাকাছুর" এই সূরাটি (যার অর্থ: তোমাদেরকে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে)। এ সময় তিনি বললেন, বনী আদম তো বলে, আমার সম্পদ! আমার সম্পদ! আরে আদম সন্তান! তোমার কি এ ছাড়া কোন মাল আছে, যা খেয়েছো তা তো শেষ হয়ে গেছে, যা পরেছো তা তো পুরানো হয়ে গেছে, বিলীন হয়ে গেছে। যা দান করেছো তা তো অতীত হয়ে গেছে" (বর্ণনা করেছেন মুসলিম, তিরমিযী ও নাসা'ঈ)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ الخ

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ব্যর্থ হলো দীনারের দাস, দিরহামের দাস এবং পেটের গোলাম, পেলে খুশি হয়, না পেলে ক্ষেপে যায়। সে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত ....." (বুখারী)।

এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, অনেক ধনী না হয়ে কেবল স্বচ্ছল ব্যক্তিরাই সুখী হয়। সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনই সুখী জীবন হয়ে থাকে। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা কেবল লাঞ্ছনাই বাড়ায় এবং এটা তার আখেরাতের পথে অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের সমাজ থেকে যদি আভিজাত্যের মিথ্যে অহঙ্কার, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা না থাকতো তাহলে এত দুর্নীতির কথা শুনতে হতো না। আখেরাতের পথে ট্রানজিট ক্যাম্প হিসেবে যখন কবরবাসী হবে তখন নিজের আমল ছাড়া আর কোন স্বজন বা টাকা-পয়সা সঙ্গী হবে না। সে দিনের কথা স্মরণ করে আমাদের সকলের উচিত নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুখী জীবন যাপন করা। অসার দুনিয়ায় মিথ্যে মোহে পড়ে জিন্দেগী বরবাদ না করে সহজ-সরল স্বচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করা। মহান আল্লাহ্ আমাদের সেই তাওফীক দিন। আমীন।

www.waytojannah.com

দশ. তাকওয়া : আল্লাহ্‌র ভয়

একজন মু'মিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ্ সবকিছু দেখতে পান এবং সবকিছু শুনতে পান। তিনি সর্বশক্তিমান। তাই এ জগতের কোন সিস্টেম বা মানুষকে ফাঁকি দিতে পারলেও আল্লাহ্ তা'আলাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। মৃত্যু অবধারিত। আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতেই হবে। তিনি পাই পাই হিসেব নেবেন এবং পূণ্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি দেবেন। এই বিশ্বাস মনে যত গভীর হবে বান্দাহ ততই ধর্মচারী হবে এবং নিরবে-নিভৃতেও আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাপ করবে না। প্রকৃতপক্ষে, যারাই তাক্ওয়া অবলম্বন করেছেন বিজয়ের শেষ হাসি তারাই হেসেছেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন, فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ "সুতরাং ধৈর্যধারণ কর, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য" (আল-কুরআন, ১১:৪৯)।

উন্নত বিশ্বে চুরি ও ঠকবাজি কম হওয়ার অন্যতম কারণ, তাদের ওখানে ইলেকট্রনিক সিস্টেমে মনিটরিং করা হয়। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় সুযোগ পেলে বা পর্যবেক্ষণ সিস্টেম ভেঙ্গে পড়লে পরের অর্থ নিজের করে নেওয়ার কী তৎপরতা! কিছু কিছু অপরাধ আছে যা দেখা যায় না, কিন্তু এ অপরাধের শিকার যারা হয় তারা তা হাড়ে হাড়ে টের পায়। একেই বলে শ্বেত সন্ত্রাস, যা সব জায়গাতেই আছে।

কিন্তু ইসলামের অনাবিল অনুশাসন মেনে যারা চলে তারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের অপরাধ থেকে নিজেকে সংযত রাখে কেবল এই ভয়ে যে আল্লাহ্ তা'আলা দেখছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তো দেখেন" (আল-কুরআন, ৫৭:৪)।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

"মহান আল্লাহ্ চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে অবহিত আছেন" (আল-কুরআন, ৪০:১৯)। মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

"সাবধান! নিশ্চয়ই ওরা তার নিকট গোপন রাখার জন্য তাদের বক্ষ দ্বিভাজ করে। সাবধান! ওরা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। তাদের অন্তরে যা আছে নিশ্চয়ই তিনি তা সম্যক অবহিত" (আল-কুরআন, ১১:৫)।

বান্দাহ যখন তার মনে এই বিশ্বাস জাগরুক রাখবে যে সে যা ভাবছে তাও আল্লাহ্ জানেন, তখন তার মধ্যে সংযমী আচরণ সৃষ্টি হবে। এই সংযমই হচ্ছে তাক্ওয়া-পরহেজগারী। যারা এই সংযমী চরিত্র ধারণ করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে অবারিতভাবে রিযিক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দান করে থাকেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্যই স্থির করে রেখেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা" (আল-কুরআন, ৬৫:২-৩)।

নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন। এর অর্থ হচ্ছে কেউ দুর্নীতি করে বেশি সুখ লাভ করতে পারবে না। আবার কেউ পরহেজগার হওয়ার কারণে কম সুখ পাবে না। তবে আল্লাহ্র নির্ধারিত মাত্রার পরিমাণ তো আমরা জানি না, তাই আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। সৎপথে উপার্জনকারীকে আল্লাহ্ বরকত দেবেন এবং অসৎ পথে উপার্জনকারীর শেষ পরিণাম কোনদিন সুখের হবে না। এটা আল্লাহ্র ওয়াদা। তাই পবিত্র কুরআনে সবরের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি হালাল পথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবারও তাকিদ দেওয়া হয়েছে।

তবে মন থেকে আল্লাহ্‌র ভয় চলে গেলে মানুষ পাপ কাজে বেপরোয়া হয়ে যায়। কেবল আল্লাহ্‌র ভয় বা তাক্‌ওয়াই মানুষকে পাহারা দেয় এবং সে পাপের পথে পা বাড়ায় না। রাসূলুল্লাহ (সা) কে দুররা বিনত আবু লাহাব (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বলেছিলেন:

وَأَتْقَاهُمْ لِلرَّبِّ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ . وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

"যে প্রভুকে সবচাইতে বেশি ভয় করে, যে সবচাইতে বেশি আত্মীয়বৎসল, যে সবচাইতে বেশি সৎকাজের আদেশ দেয় এবং যে সবচাইতে বেশি মন্দ কাজে নিষেধ করে" (বায়হাকী, দেখুন, আল্-মুনযেরী, আত-তারগীব, খ.১, পৃ.৩০৯, হাদীস নং-৩৭১৩)।

তবে যে লোক দেখানো পরহেজগারী নয়। মনের গভীর থেকে যে তাকওয়া উৎসারিত হয় তাই প্রকৃত তাকওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা) বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন:

اَلتَّقْوَى هٰهُنَا . اَلتَّقْوَى هٰهُنَا

"তাক্‌ওয়া তো এখানে! তাক্‌ওয়া তো এখানে"

অনেক সময় কোন পাপ কাজে বা অন্যায় পথ অবলম্বনের প্রক্কালে মানুষের মধ্যে দ্বিধা সৃষ্টি হয়। দৃশ্যত তা অন্যায় নয় অথবা আইনে তা অন্যায় সাব্যস্ত করা কঠিন। কিন্তু কাজটি যে কাউকে না কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশনা দিয়েছেন:

اَلْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ

"পাপ তো তা-ই যা তোমার মনে বলে দেবে"

মনের এই ভাব প্রকাশ পায় লজ্জায়। আল্লাহ্‌কে লজ্জা না করলে ভয়ও করবে না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ "লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ বিভাগ।" রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ "যদি লজ্জাই না পাও তাহলে যা ইচ্ছে তা-ই কর।"

পাপকে ভয় করে চলাও তাকওয়ার শামিল। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"তোমরা যুল্‌ম করা থেকে সংযত থাকবে। কারণ, যুল্‌ম কিয়ামত দিবসে যুলুমাত (অন্ধকার)।" এই হাদীসে তাক্‌ওয়ার একটি বিষয় হিসেবে "যুল্‌ম"কে সনাক্ত করা হয়েছে। এবং কারণও বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এইসব যুল্‌ম কিয়ামতের ভয়াবহ সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে প্রগাঢ় অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে যা ওই বীভৎস বিভীষিকাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে।

সত্যিই যদি মানুষ সব ধরনের যুল্‌ম, অত্যাচার, অবিচার, অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে নিজেকে সংযত রাখে তাহলে সে তাক্‌ওয়া বা পরহেজগারীর এক বিরাট অংশ হাসিল করবে। মানুষ পাপাসক্ত না হওয়ার রক্ষা কবচ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। এই ভয় নফসের খাহেশকে অবদমিত করে রাখে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"পক্ষান্তরে যে তার প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে। জান্নাতই হবে তার আবাস" (আল-কুরআন, ৭৯:৪০-৪১)।

মহান আল্লাহ্‌ আরও বলেন–

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"যদি সে সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভূত কল্যাণ" (আল-কুরআন, ৭:৯৬)।

মহান আল্লাহ্‌ যেমনি তাক্‌ওয়ার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, তেমনি তাঁকে ভয় না করে জীবন যাপনের পরিণতি সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করেছেন। তিনি বলেন–

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُوْنَ . أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى

"তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের ওপর আসবে রাত্রিতে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন? অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের ওপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে খেলাধুলায় মত্ত?" (আল-কুরআন, ৭:৯৭-৯৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা এক পর্যায়ে যখন এই আয়াত নাযিল করলেন:

وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ

"আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন" (আল-কুরআন, ৩:২৮)। তখন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বহু সাহাবী কেঁদে ফেলেছিলেন। অনুরূপভাবে যখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, ঠিক যেভাবে ভয় করা যথার্থ হয় এবং তোমরা প্রকৃত মুসলিম না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না" (আল-কুরআন, ৩:১০২)।

তখনও বহু সাহাবী কেঁদে ফেললেন। তারা বললেন আল্লাহ্র ভয়ের পূর্ণ হক আদায় করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব।

এরপর নাযিল হলো:

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম" (আল-কুরআন, ৬৪:১৬)।

তাক্ওয়ার এই স্তরটি সর্বনিম্ন স্তর। ইতিপূর্বে "যথার্থভাবে ভয় করা" হচ্ছে তাক্ওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। তবে এদু'টোর মাঝে একটি স্তর আছে, যা আউলিয়াদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেটি হচ্ছে মহান আল্লাহ্র বাণী:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

www.waytojannah.com

"জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান আনে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখেরাতে, আল্লাহ্‌র বাণী কোন পরিবর্তন নেই, এটাই মহাসাফল্য" (আল-কুরআন, ১০:৬২-৬৪)।

উল্লিখিত আয়াতে তাক্‌ওয়া অর্থ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সাধারণ অপছন্দনীয় কাজ থেকেও বিরত থাকার চেষ্টা করা। এটা আল্লাহ্‌র আউলিয়াদের পর্যায়।

তাক্‌ওয়া কোন অসাধ্য বিষয় নয়। একটু চেষ্টা করলে আল্লাহ্ তাঁর কাজকে নিজে থেকে সহজ করে দেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

"তবে কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ" (আল-কুরআন, ৯২:৫-৭)।

আর তাই মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, কারণ আত্মসংযমই (তাক্‌ওয়া) শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।" (আল-কুরআন, ২:১৯৭)।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে আত্মসংযমী মুত্তাকী ও সুবিবেচক বান্দাহ হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

ইফা—২০১২-২০১৩—ই.প্র.কা/৪৬(উ)—৩২৫০

www.waytojannah.com